NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ সোশ্যাল মিডিয়ায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আইনসম্মত ব্যবহারের লক্ষ্যে জারি নির্দেশিকা

খাবার নিয়ে দ্বিচারিতা, মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির আক্রমণ ৩

কলকাতা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৭ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৫০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.02.2026, Vol.19, Issue No. 250, 8 Pages, Price 3.00

ভয় নয়, এআইতে ভারতের ভবিষ্যৎ দর্শালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সম্মেলন। ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-র উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছয় দিনের এই সামিট শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। বৃহস্পতিবার থেকে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হল। এই সম্মেলনের থিম রাখা হয়েছে 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়'। এই নিয়ে চতুর্থবার এই আন্তর্জাতিক এআই সামিট হচ্ছে। এর আগে ২০২৩ সালে ব্রিটেনে, ২০২৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় ও ২০২৫ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হয় এই সামিট। এটা বিশ্বের সবথেকে বড় এআই সামিট হতে চলেছে। ৫০০-রও বেশি গ্লোবাল এআই লিডার উপস্থিত হয়েছেন।

এ দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারত মণ্ডপমে এআই সামিটের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, 'দুই ধরনের মানুষ আছে। এক, যারা এআই-তে ভয় দেখছেন, অন্যদিকে আরেক দল এআই-তে ভাগ্য দেখে। ভারত ভয় নয়, এআই-তে ভাগ্য, ভবিষ্যত দেখে। আমাদের কাছে দক্ষতা রয়েছে। এই সামিটে তিনটি ভারতীয় কেম্পানি নিজেদের এআই মডেল ও পণ্য লঞ্চ করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড তৈরিরও প্রয়োজন রয়েছে। ডিপফেক, নকল বা বিকৃত কনটেন্ট অস্থিরতা তৈরি করছে। খাবারের উপরে যেমন পুষ্টিগুণের লেবেল থাকে, তেমনই ডিজিটাল কনটেন্টেও অথেনটিসিটি লেবেল থাকা উচিত যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে কোনটা আসল, কোনটা নকল। ওয়াটার মার্কিং ও ক্লিয়ার সোর্স স্ট্যান্ডার্ডের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে আরও সচেতন হতে হবে। এআই-ও চাইল্ড সেফ হওয়া উচিত।'

এদিনের অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, 'ভবিষ্যতের কাজ মানব-কেন্দ্রিক হবে। পারদর্শিতাই সবথেকে বড় সুরক্ষা। অনেক দেশ ও কোম্পানি মনে করে, এআই স্ট্রাটেজিক অ্যাসেট। তাই গোপনে তৈরি করা দরকার। তবে ভারতের ভাবনা আলাদা। আমরা মনে করি, ভাগ করে নিলেই আমাদের কোটি কোটি যুব সুরক্ষা দিতে পারবে। যখন এআই শুরু হয়, তখন অনেকে ভাবতেই পারতেন না যে এতে কত কর্মসংস্থান হবে। এআই-র ভবিষ্যৎ আগে থেকে লেখা নেই। আমরা কী করছি, তার উপরে নির্ভর করবে। এটা আমাদের কাছে নতুন সুযোগ। আমরা এমন একটা যুগে রয়েছি যখন মানুষ ও ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম একসঙ্গে কাজ করছে, একসঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। এআই আমাদের কাজকে আরও স্মার্ট করবে। এতে আরও বহু সংখ্যক মানুষ উচ্চ পদ পাবেন। দক্ষতা, জীবনভর শেখার সুযোগ রয়েছে।'

এআই মানবভিশনের কথা বলেন তিনি। এম- নৈতিক সিস্টেম, এ-দায়িত্বশীল শাসন, এন -জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা, এ- দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভি- বৈধ। এটাই সরকারের ভিশন বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

পাশাপাশি, এআই-র জন্য মানুষ যাতে শুধু ডেটা পয়েন্ট বা কাঁচামাল সরবরাহকারী না হয়ে থাকেন, তার জন্য এআই-কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জিপিএস আমাদের রাস্তার পরামর্শ দেয়, কিন্তু কোন পথে যাব, তা নিজেদেরই নির্ধারণ করতে হয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মোদী বলেন, 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে প্রভাব দেখছি, তা সবে শুরু। মেশিনকে ইন্টেলিজেন্ট করছে, মানুষের ক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করছে। আগে প্রযুক্তির প্রভাব দেখতে ১০ বছর অপেক্ষা করতে হত। তা এখন হয় না। আগামী প্রজন্মের হাতে এআই কী ভূমিকা পালন করবে, তা নির্ধারণ করা হচ্ছে।'

শেষে এআই সামিটে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের ১০০-রও বেশি দেশের প্রতিনিধিদের সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

'সরাসরি নগদ টাকার স্কিম ঘোষণা করলে মানুষ কাজ করতে চাইবে?'

ভোটের আগে খয়রাতিতে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: নির্বাচনের আগে খয়রাতি নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত। এই প্রশ্ন বৃহস্পতিবার আদালতে ওঠে তামিলনাড়ুতে সর্বস্তরের গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চে এদিন তামিলনাড়ুর একটি মামলার শুনানি ছিল। ইলেকট্রিসিটি অ্যামেন্ডমেন্ট রুলকে চ্যালেঞ্জ করে তামিলনাড়ু পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের তরফে একটি মামলা করা হয়। সেই মামলার শুনানিতেই এদিন বিনামূল্যের রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই মামলার প্রেক্ষিতে এদিন শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তোলে, কেন ভোটের আগে নগদ টাকা দেওয়ার স্কিম চালু করা হয় তা নিয়েই। ভোটের আগে কেন বিভিন্ন রাজ্যের সরকার এভাবে দান-খয়রাতির স্কিম ঘোষণা করা তা এদিন শীর্ষ আদালতের তরফের প্রশ্নেও উঠে আসে। এরই প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এর ফলে দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধাক্কা খাবে। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি আদালতের তরফে এও জানানো হয়, এভাবে আদতে তোষণা করা হচ্ছে বলেই। আর এখানেই শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সামর্থ্যবান ও অসামর্থ্যের মধ্যে পার্থক্য না করে নির্বিচারে সুবিধা বিতরণ অর্থনীতির পক্ষে টেকসই কি না তা নিয়ে। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, উন্নয়ন, অবকাঠামো, শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমে গেলে তার দায় কে নেবে সে ব্যাপারেও। এরই প্রেক্ষিতে এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, কল্যাণের কথা মাথায় রেখে অসামর্থ্যদের পাশে দাঁড়ানো এক কথা, আর ভোটের মুখে নির্বিচার খয়রাতি অন্য। রাজ্যগুলিকে তাদের বাজেটে স্পষ্ট করে দেখাতে হবে, এ ধরনের প্রকল্পের অর্থ জোগান কোথা থেকে আসবে।

এর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট এদিন স্পষ্ট ভাষায় এও জানায়, 'সম্প্রতি কিছু কিছু রাজ্যে কী ঘটেছে, তা আমাদের জানা আছে। ভোটের আগে হঠাৎ উন্নয়নের স্কিম ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে যদি সরাসরি নগদ টাকার স্কিম ঘোষণা করা হয়, তাহলে কি মানুষ আর কাজ করতে চাইবে?' সঙ্গে সিনিয়র অ্যাডভোকেট গোপাল সুব্রহ্মণ্যর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কখনও কখনও আমরা সত্যিই বিরক্ত হই। দেশ জুড়ে এটা কোন ধরনের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে? কে বিল দিতে পারে আর কে পারে না, তার বিভেদ কে করবে?'

এই প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক প্রকল্পের কথাও। যেমন, সর্বাগ্রে আসবে রাজ্য সরকারের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর কথা।। এখানে মহিলাদের মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি উঠে আসছে সদ্য ঘোষিত যুবসাথী প্রকল্পের কথাও। যেখানে নির্দিষ্ট শ্রেণির যুবদের আর্থিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে।

আর এই দুই প্রকল্পের প্রেক্ষিতেই শাসক দলের দাবি, এগুলি খয়রাতি নয়, সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের অংশ। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর হাতে নগদ পৌঁছে দিলে তা স্থানীয় অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করে। মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন বা বেকার যুবকদের ন্যূনতম সহায়তার যুক্তিকেই এখানে সামনে আনা হয়েছে। ঠিক উল্টোদিকে বিরোধীদের প্রশ্ন, রাজস্ব তলানিতে যাওয়া রাজ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থ সহায়তা প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী তা নিয়ে। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চাপ তৈরি হচ্ছে কি না তা নিয়েও তোলা হয়েছে প্রশ্ন। সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি কোনও রাজ্যের নাম না করলেও, তাদের পর্যবেক্ষণ কার্যত গোটা দেশের রাজ্য সরকারগুলির জন্যই প্রযোজ্য। কল্যাণমূলক ব্যয় ও ভোটমুখী খয়রাতির মধ্যে সীমারেখা কোথায়, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন।

এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানান, 'সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে, তা একেবারে সঠিক কথা। ভারতে যে সম্পদ আছে, তা সবার কাছে পৌঁছে গেলে মানুষের কষ্ট থাকত না। কিন্তু রাজনৈতিক জাঁতাকলে সেটা হয় না। টাকা দেওয়া ভাল, কিন্তু কতদিন পর্যন্ত দেওয়া হবে। কাজের বিনিময়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে না।' আর অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করেন, 'প্রকল্পের লক্ষ্য, আর্থিক স্বচ্ছতা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাই নির্ধারণ করবে কোনও পদক্ষেপ সামাজিক সুরক্ষা নাকি নির্বাচনী খয়রাতি।'

অভিযুক্তদের আদালতে পেশে এসকর্ট দিতে চায় এনআইএ-ই

নিজস্ব প্রতিবেদন এ বার মুর্শিদাবাদ জেল থেকে নিজেদের এসকর্ট দিয়ে অভিযুক্তদের কলকাতায় আনতে চায় বলে আদালতে জানাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। আদালতে তাঁদের অভিযোগ, বেলডাঙা মামলায় অভিযুক্তদের এসকর্ট দিয়ে কলকাতায় আনতে 'অনীহা' রয়েছে পুলিশের। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের হেপাজতে নেওয়া প্রয়োজন। তাই নিজেরাই এসকর্ট নিয়ে তাঁদের আদালতে আনতে চায়। রাজ্য পুলিশের তরফে আদালতে জানানো হয়েছে, জেলায় একাধিক আইনশৃঙ্খলার কাজ থাকায় এসকর্ট দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী মিলছে না।

এর আগে শুনানির সময় কলকাতা বিচারভবনে অভিযুক্তদের হাজির করানো যায়নি। সেই নিয়ে রাজ্যপুলিশের দিকে আঙুল তুলেছিল এনআইএ। তার পরে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করাতে হবে। এসকর্ট দিতে হবে রাজ্য পুলিশকে। বৃহস্পতিবার তৃতীয় বার বেলডাঙার ঘটনায় অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ ছিল। কিন্তু আগের দুই শুনানির মতো বৃহস্পতিবারও অভিযুক্তদের হাজির করানো যায়নি।

এনআইএ বৃহস্পতিবার আদালতে জানিয়েছে, তদন্ত এগোচ্ছে না। হাইকোর্টে স্টেটাস রিপোর্ট দিতে হবে। তাই অভিযুক্তদের হেপাজতে নেওয়া প্রয়োজন। এর আগের শুনানিতেও রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছিল এনআইএ। এ বার তারা সওয়াল করে জানিয়েছে, রাজ্যের পুলিশে আস্থা নেই তাদের। জেলা পুলিশ আদালতে জানিয়েছে, জেলায় একাধিক আইনশৃঙ্খলার কাজে পুলিশ নিযুক্ত। তাই পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকায় এসকর্ট দেওয়া যাচ্ছে না। তার পরেই এনআইএ-র তরফে জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশ এলেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর এসকর্ট দিয়ে বহরমপুর আদালত থেকে অভিযুক্তদের কলকাতায় নিয়ে আসতে প্রস্তুত তারা।

এনআইএর আইনজীবী শ্যামল ঘোষ সওয়াল করে জানান, তাঁরা আদালতের আগের দিনের নির্দেশ পুলিশ সুপারকে জানিয়েছিলেন। কেস রেকর্ড চাওয়া হয়েছিল। জেলা পুলিশ তথ্য দেয়নি। তাঁর সওয়াল, 'সাত জন অভিযুক্তকে আমরা নিজেদের হেপাজতে নিতে চাই। আমরা যে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছি, তার ভিত্তিতে আমরা এই আবেদন করছি।' তার পরেই এনআইএর তরফে সওয়ালে বলা হয়, 'আপনি আদেশ দিন। আমরাই গিয়ে জেল থেকে অভিযুক্তদের নিয়ে আসতে পারি।'

আর্জি খারিজ আলাপনের, দিল্লি থেকে সরল না মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে (ক্যাট) তাঁর বিরুদ্ধে চলা শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত মামলা স্থানান্তর নিয়ে আগের রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি আদালত নাকচ করে দিয়েছে। বিচারপতি সি হরি শঙ্কর ও বিচারপতি জ্যোতি সিংহের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, 'রিভিউ পিটিশনটির কোনও মেরিট না থাকায় তা খারিজ করা হল।'

এর আগে ২০২২ সালের ৭ মার্চ দিল্লি হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিএন প্যাটেল ও বিচারপতি জ্যোতি সিংহের বেঞ্চ আলাপনের করা মূল আবেদন খারিজ করেছিল। সেই রায়ে বলা হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট স্থানান্তর আদেশ আইনের চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেই জারি হয়েছে। কারণ, শৃঙ্খলামূলক ও তদন্ত সংক্রান্ত কার্যক্রমের কারণসূত্র (কজ অব অ্যাকশন) নয়াদিল্লিতেই হয়েছে। ফলে কলকাতা থেকে মামলাটি দিল্লিতে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে কোনও আইনি ত্রুটি নেই। আলাপন তাঁর রিভিউ পিটিশনে দাবি করেন, আগের শুনানিতে তাঁকে যথাযথ ভাবে বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং মামলাটির রায়দান স্থগিত করার আগে তাঁর বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ ভাবে শোনা হয়নি। তবে দিল্লি হাইকোর্ট সেই যুক্তি মানতে নারাজ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আগের রায়ে কোনও স্পষ্ট ত্রুটি বা আইনগত ভুলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি, যা রিভিউয়ের ভিত্তি হতে পারে।

'স্বামী' রামকৃষ্ণদেব, মমতার তিরে মোদী

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বঙ্কিমদা' বিতর্কের পরে ফের এক বার সম্বোধন নিয়ে বিতর্কে জড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে 'স্বামী' বলে সম্বোধন করলেন তিনি। যা নিয়ে ফের বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সম্বোধন বিতর্কে ইতিমধ্যে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন, মোদীর এমন সম্বোধনে তিনি স্তম্ভিত। বাঙালি মনীষীদের নামের সঙ্গে নতুন নতুন 'উপসর্গ' এবং 'প্রত্যয়' প্রয়োগ না করার জন্য মোদীকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সকালে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন মোদী। পোস্ট করেন মমতাও। তবে মোদী হিন্দিতে করা পোস্টে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামের আগে 'স্বামী' জুড়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।' রামকৃষ্ণদেব যে আধ্যাত্মিকতাকে জীবনীশক্তি হিসাবে তুলে ধরেছিলেন, সে কথাও উল্লেখ করেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, রামকৃষ্ণদেবের এই আধ্যাত্মিকতা যুগে যুগে মানবতার কল্যাণ করে যাবে। তাঁর দর্শন এবং বাণী সব সময় মানুষের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেও জানান মোদী।

কিন্তু বাদ সাধে মোদীর সম্বোধন। এর আগে সংসদ ভবনে বক্তৃতার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে বিস্তর। এ বার রামকৃষ্ণদেবের নামের আগে 'স্বামী' জুড়ে ফের বাঙালি মনীষীদের সম্বোধন-বিতর্ক জড়ালেন প্রধানমন্ত্রী।

ফের পুলিশে রদবদল

■ **নিজস্ব প্রতিবেদন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক স্তরে ফের রদবদল করল রাজ্য সরকার। এক নির্দেশে চার জন আইপিএস অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন আলিপুরদুয়ার, বসিরহাট, জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার এবং পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা বিভাগের সিনিয়র সুপার।রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের এসপি খণ্ডবহালে উমেশ গণপতকে উত্তরবঙ্গ আইবির সিনিয়র সুপার পদে বদলি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা বিভাগের সিনিয়র সুপার আরিশ বিলালকে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার করা হয়েছে।**

রমজানের প্রথম দিনেই পাকে ভয়াবহ বিস্ফোরণের বলি ১৬

ইসলামাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি: রমজানের প্রথম দিনেই পাকিস্তানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ভেঙে পড়ল একটি বহুতলের একাংশ। বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে করাচি শহরে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। মৃতদের মধ্যে রয়েছে অনেক শিশু এবং মহিলা।

দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি। মৃতদের পরিবারের প্রতি তিনি সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, আহতদের সবরকম সহায়তা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে সোলজার বাজারে অবস্থিত ওই বহুতলটির দোতলায় আচমকা বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে চারদিক। তারপরই বহুতলটির একাংশ ভেঙে পড়ে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুতলটির দোতলায় একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এর ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। রাত থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন।

এপস্টেইন-কাণ্ডে নাম জড়িয়ে ধৃত রাজা চার্লসের ভাই অ্যান্ড্রু

ব্রিটেন, ১৯ ফেব্রুয়ারি: এপস্টেইন কাণ্ডে নাম জড়ানোর পরেই তাঁর রাজকীয় খেতাব এবং সম্মাননা কেড়ে নিয়েছিলেন রাজা চার্লস। তাঁকে ব্রিটেনের রাজপ্রাসাদও ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এবার রাজা চার্লসের সেই ভাই অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন উইন্ডসরকে গ্রেপ্তার করল ব্রিটেনের পুলিশ। বৃহস্পতিবার টেমস ভ্যালি পুলিশ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, সান্ড্রিংহাম বাসভবন থেকে অ্যান্ড্রুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেপাজতে রয়েছেন। গত সপ্তাহেই ব্রিটেনের পুলিশ জানিয়েছিল, সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে, অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হবে কি না। ব্রিটেনের একটি সংবাদ সংস্থার খবর অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভোরে পূর্ব ইংল্যান্ডের উড ফার্মে ছ'টি গাড়িতে সাদা পোশাকধারী পুলিশ কর্মীরা যান।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিড বলে আমি Nikhat Parveen W/o. Khursid Ali Ansari, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Kehkasha Parveen) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 326, D.O.B. 31.08.2015) আমার স্বামী/কন্যার পিতার সঠিক নাম Khursid Ali Ansari-এর পরিবর্তে Md Khurshid Ali Ansari লিপিবদ্ধ আছে। আমার স্বামী/কন্যার পিতা Khursid Ali Ansari & Md Khurshid Ali Ansari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

L.I.C এর 423899820 পলিসিতে আমার নাম Vutta Mandal পিতা- কালাম মন্ডল ছিল। গত ১০-০২-২৬ তারিখে ডোমকল S.D.E.M কোর্টে এফিডেভিট করে আমি জাহাঙ্গীর মন্ডল পিতা- কালাম মন্ডল নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

I, Sk Abdul Kasim Uddin S/o. Abdul Hamid, R/o. Bandipur, Haripal, Hooghly-712407, W.B., do hereby declare that in my son's School Certificate & Madhyamik (W.B.B.S.E.) Admit Card, Registration certificate where my name has been recorded as Sk Abul Kasem instead of my correct & actual name is Sk Abdul Kasim Uddin which I want to record his all documents. That I, Sk Abdul Kasim Uddin & Sk Abul Kasem both are the same &one identical person vide an affidavit no. 2077, dated 18/02/2026, sworn before Judicial Magistrate, Chandernagore, Hooghly Court.

নাম-পদবী

14-7-25 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আমি Arafat Dafader S/o- Md. Kawsar Ali Defader ও Arafat Dafadar S/o- Md. Kawsar Ali Defader একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৬১০ নং এফিডেভিড বলে আমি Budo Saren S/o. Purna Saren, R/o. Goaljore, Polba, Hooghly-712148, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের আধার কার্ডে (XXXX XXXX 1957), ভোটার কার্ডে (WOD1588250), রেশন কার্ডে ও আমার রেশন কার্ডে আমার সঠিক নাম Budo Saren-এর পরিবর্তে Gopinath Saren লিপিবদ্ধ আছে। আমি Budo Saren & Gopinath Saren S/o. Purna Saren সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৭৮৫ নং এফিডেভিড বলে আমি Jinnatara Begam D/o. Sk Chalam Ali Mondal, W/o. Saifuddin Haque, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Chalam Ali Mondal, Sk Salam Ali Mondal S/o. Sekh Atleb Ali Mondal, Sk Salam Ali Mondal S/o. Sk Atleb Ali Mondal, Sk Salam Ali Mondal S/o. Atleb Ali Mondal and Abdul Ali Mondal S/o. Atleb Mondal & Chalam Ali Mondal S/o. Atleb Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৯০ পোলবা বিধানসভা, অংশ নাম্বার ১৮৬, ক্রমিক নাম্বার ২৫, হুগলী) আমার পিতার নাম Chalam Ali Mondal S/o. Atleb Mondal লিপিবদ্ধ আছে।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪৭ নং এফিডেভিড বলে আমি Anju Ismail Shaikh D/o. Ajamuddin Miya, W/o. Ismail Shaikh, সাং রাজহাট, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (AC No. 3 Mathabhanga, অংশ নাম্বার ৪৬, ক্রমিক নাম্বার ২৮৬, Coochbehar) আমার পিতার সঠিক নাম Ajamuddin Miya S/o. Chanmamun Miya-এর পরিবর্তে Ajbuddin Miya Dom S/o. Chan Mamud Miya (Dom) ও আমার প্যান কার্ডে Ajmuddin Miya লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Ajamuddin Miya S/o. Chanmamun Miya & Ajmuddin Miya & Ajbuddin Miya Dom S/o. Chan Mamud Miya (Dom) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৫৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Rustam Mallick (old name) S/o. Late Akkas Ali Mallick, R/o. Bhatua, Rajhat, Polba, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Rustam Mallick নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rustam Ali Mallick (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Rustam Ali Mallick & Rustam Mallick S/o. Late Akkas Ali Mallick, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Arbaz Mallick.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **Pramila Mukherjee** w/o Bholanath Mukherjee D/o Keshta Adhikari, village-Sri Krishnapur, P.O- Dasghara, P.S - Dhaniakhali, Dist- Hooghly, Pin-712402, আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে আমার পিতার সঠিক নাম Keshta Adhikari, ভুলবশত 2002 সালের ভোটার লিস্টে **Krishnadhan Adhikari** লিপিবদ্ধ হইয়াছে, **Pramila Mukherjee পিতা- Keshta Adhikari** ও **Krishna dhan Adhikari** একই ব্যক্তি যাহা 1st class Judicial Magistrate Hooghly at Chinsurah নিকট হইতে 18-2-2026 তারিখের Affidavit বলে ঘোষণা করা হইয়াছে, Affidavit No-6227।

AFFIDAVIT

I, **Sk Rausan Ali** S/O Sk Tinu Ali residing at Vill.- Peardanga, P.O.- Karasia, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur do hereby declare vide affidavit no. 33 dated 18.02.2026 in the Court of Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Ghatal, Paschim Medinipur that my actual name spelling is Sk Rausan Ali S/O Sk Tinu Ali and it is correctly recorded in my Aadhar Card but in my Savings Book Pass Book of Uco Bank, Palashchabri Branch, being A/C no. 12753211055822 wherein my name has been inadvertently recorded as SK RATTASAN ALI in place of Sk Rausan Ali.Sk Rausan Ali S/O Sk Tinu Ali and SK RATTASAN ALI is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Pradip Gupta,** S/O Rambrige Gupta residing at 17/15/2, Chand Bagan Road, P.O.- Cossimbazar, P.S.- Berhampore, Dist.- Murshidabad, PIN- 742102, WB, do hereby declare vide affidavit serial number 495 dated 06.02.2026 in the Court of Ld. Sub-Divisional Executive Magistrate/1st Class, Berhampore, Murshidabad, that my actual and correct name is Prodip Gupta and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my passport being no. N6988333 date of issue: 16/02/2016, dated of expiry : 15.02.2026, my name has been recorded as Pradip Gupta inadvertently.Pradip Gupta and Prodip Gupta is the one, same and identical person.

আমমোক্তারনামা

[illegible]

=বিজ্ঞপ্তি=

আমি Tushi Sukumar Samanta, স্বামী সুকুমার সামন্ত, পিতা- প্রফুল্ল মাজী, আমার PAN কার্ডে Tusi Sukumar Samanta এবং মাধ্যমিক এডমিট কার্ডে Phooltusi Maji হিসাবে পরিচিত ছিলাম। বিয়ের পরে আমি Tushi Sukumar Samanta W/O- Sukumar Samanta হিসেবে পরিচিত হইয়াছি। বিগত ইংরেজি ১৬/২/২০২৬ তারিখের ঘাটাল নোটারি পাবলিক নিমাই চন্দ্র মন্ডলের নিকট এফিডেভিট বলে Tushi Sukumar Samanta, W/O- Sukumar Samanta, Tusi Sukumar Samanta, D/O- Prafulla Maji, Phooltusi Maji, D/O- Prafulla Maji একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছি।

[illegible]

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **Mr. Biplab Kumar Banerjee** S/o. Late Kamal Banerjee, সাকিম 123 আশুতোষ দাস রোড, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়ের নামীয় **Mr. Gopal Chandra Das, Bijoy Kumar Das** ও **Sukumar Das** মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত A.D.S.R., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিস হইতে ১৭/০৩/১৯৮৯ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1089/1989 নং অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা পত্র দলিলটি, যাহার তপশীল জেলা হুগলী, থানা পোলবা, সুগন্ধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জে.এল. নং সাবেক ১৭৫ হাল ৭০, সাবেক ১১০ তথা হাল এল.আর. ২৮৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৬৯ নং দাগে, শালি জমি .18 ডেসিমেল সম্পত্তি ভুক্ত, দলিলটি হারিয়ে গেছে। এই মর্মে আমার মক্কেল **Sri Samir Chatterjee** S/o. Late Haridas Chatterjee সাকিম ১৭ শান্তিনগর স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, কোতরং (এম), ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২, মহাশয় স্থানীয় উত্তরপাড়া থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহার জি.ডি.ই নং 680/26 তারিখ 17/02/2026 এবং বিগত ইংরাজীর 17/02/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 722 নং এফিডেভিট বলে উক্ত বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, আমার উক্ত মক্কেল **Sri Samir Chatterjee** S/o. Late Haridas Chatterjee ও তাহার স্ত্রী Smt. Parbati Chatterjee W/o. Sri Samir Chatterjee, মহাশয়/মহাশয়া যৌথ ভাবে বিগত ইংরাজী 10/04/2023 তারিখে A.R.A.-II, Kolkata অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4683/2023 নং বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল বলে, উক্ত সম্পত্তির মধ্যে .09 ডেসিমেল সম্পত্তি **Mr. Biplab Kumar Banerjee** S/o. Late Kamal Banerjee মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিয়া বর্তমানে উক্ত .09 ডেসিমেল সম্পত্তির মালিক ও দখলীকার হইতেছেন। আরও জানানো যাইতেছে যে, উক্ত I-1089/1989 নং অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা পত্র দলিলটি (যাহা বর্তমানে হারিয়ে গেছে), আমার মক্কেল ও তাহার স্ত্রীর নামে খরিদা I-4683/2023 নং বিক্রয় কোবালা পত্র দলিলটির Mother Deed/Chain Deed হইতেছে। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিলটির সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত দলিলগুলি দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

AFFIDAVIT

I, **Maharjaba Khatun** W/O Atabuddin Khan resident of Vill.- Kolla, P.O.- Kolla, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur do hereby declare vide affidavit no. 57 dated 16.09.2025 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st Class) at Ghatal that my actual name and surname is Maharjaba Khatun W/O Atabuddin Khan as recorded in my Aadhar and Maharjaba Khatun W/O Atabuddin in Voter card but my name has been recorded as Maharjja Bibi W/O Atabuddin Khan in my UCO Bank, Palashchabri Ghat branch Savings A/C No. 12753211102236 inadvertently. Maharjaba Khatun W/O Atabuddin Khan, Maharjaba Khatun W/O Atabuddin and Maharjja Bibi W/O Atabuddin Khan is the same and one identical person.

RELIGION & NAME CHANGE

I, **JHUMA KHATUN** D/O- MANTU SEKH, do hereby declare that I got married to one BHUTUNATH KAR, S/O-DUDH KUMAR KAR of Vill- Dundipur, P.O-Tajnagar, P.S- Sutahata, Dist- Purba Medinipur on 25/01/2007 according to Hindu rites and Customs. After my marriage I am known as **JHUMA KAR** W/O- BHUTUNATH KAR as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Haldia, Vide Affidavit no. 4222 dated 17/02/2026. **JHUMA KAR** W/O- BHUTUNATH KAR & **JHUMA KHATUN** D/O- MANTU SEKH is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার **মক্কেল প্রিয়ব্রত সরকার** (পিতা–ক্ষীরদ বিহারী সরকার) বিগত ৪/০১/২০১১ তারিখে বারাসাত জেলা নিবন্ধন অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মোতাবেক **মনোজ কুমার সিং**-মালিকগনের পক্ষে নিযুক্তি আমমোক্তার **শ্রী বাবলু বিশ্বাস**, মহাশয়ের নিকট হইতে ০.০১২০ শতক জমি খরিদ করেন, যাহার মৌজা–বালুড়িয়া, জে.এল–৩৭, এল.আর– ২৩৪৫ খতিয়ানভুক্ত, এল আর দাগ–৪১ ক্রয় করেছেন। যদি কারোর আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল.এন্ড এল.আর অফিস, বারাসতে যোগাযোগ করুন।

কেকা দাস, অ্যাডভোকেট,
District Judges' Court, Barasat.
মোবাইল : ৬২৯০৪৬৮৪৪৮

- ।। আমমোক্তার নামাপত্র ।। -

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ শ্রী পুলক কুমার বন্দোপাধ্যায়, পিতা- ʼঅজয় কুমার বন্দোপাধ্যায়, সাকিম- কে. এল. ব্যানার্জী রোড, পোঃ- তেলিনীপাড়া, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, দীগর জেলা-হুগলী, থানা- ভদ্রেশ্বর, মৌজা- তেলিনীপাড়া, জে. এল. নং - ১০, এল.আর. ২, ২৯, ২৩৯, ৫০৮, ৫৮২, ৮৬০, ২২০৪ ও ২২০৫ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৩০৩ নং দাগে তথা এল.আর. ৩৮৯ নং দাগে কমবেশী ২ কাঠা ১০ ছটাক বা ০.০৪৩ একর বাস্তু জমি যাহ তদুপরিস্থিত নিরতলে ৮০৩ বর্গফুট ও দ্বিতলে ৮০৩ বর্গফুট একুনে মোট ১৬০৬ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট সিমেন্টের মেঝেযুক্ত পাকা দ্বিতলে গৃহাদি সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১১/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৪৮০ নং আমমোক্তার নামাপত্র মূলে ১) শ্রী অলোক কুমার ব্যানার্জী, পিতা- ʼঅজয় কুমার ব্যানার্জী ও অজয় কুমার বন্দোপাধ্যায়, সাকিম - কে. এল. ব্যানার্জী রোড, পোঃ- তেলিনীপাড়া, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী ও ২) শ্রী কাঞ্চন রামচন্দ্র চ্যাটার্জী, পিতা - ʼরামচন্দ্র দুর্গাপদ চ্যাটার্জী, সাকিম-ফ্ল্যাট নং ১০১, বি ব্লক, সিগনেচার টাওয়ার, ২৭ ধর্মতলা রোড, পোঃ ও থানা- বালি, জেলা-হাওড়া। ইহাতে কাহারও কোনো প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর এ.ডি খলিসানী অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। নচেৎ একতরফা শুনানি করা হইবে।

আশীষ কুমার চ্যাটার্জী, জজ কোর্ট হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য দ্বিতীয় সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন, সদর আদালত
রেফা: - দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং - ৬২/২০০৭
বাদী:- শ্রী সুব্রত মণ্ডল,
বনাম
বিবাদী : মদন মোহন দাস, দীং

১। (ই) নং বিবাদী : **শ্রীমতী শেফালী অ্যাশ,** স্বামী মৃত্যুঞ্জয় অ্যাশ পিতা মৃত নিরোদ বরন দাস সাং - গ্রাম - বন্না, পোঃ রতনপুর,থানা ধনিয়াখালী, জেলা হুগলী, পিন – ৭১২৬১৪।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, :- অপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে জেলা হুগলী, মৌজা গুড়াপ জে.এল.নং- ১২৬ পুরাতন থানা ধনিয়াখালী হাল ১৫৩৮, ১৫৩৯, ১৫৪১ ১৫৪২, ১৫৪৩ দাগ লইয়া উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় বিভাগ বন্টনের প্রিলিমিনারি ডিক্রী হইয়াছে। অত্র মোকর্দ্দমায় পার্টিশান কমিশনার নিযুক্ত করিবার দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। উক্ত দরখাস্তের বিষয়ে আপনার কোনরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমায় দরখাস্ত মঞ্জুর হইবে।

শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যনুসারে
Jyotirmoy Sarkar
(Sheristadar) Civil Judge, (Sr. Divn.) 2nd Court Hooghly

আমমোক্তারনামার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে শ্রী পরেশ চন্দ্র মাইতি পিতা- ʼখাঁখাল চন্দ্র মাইতি সাং- মোহাড় কানুচক ,পোঃ মোহাড়, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইংরাজীর ৪ ঠা এপ্রিল ১৯৯২ তারিখে বালিচক সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের রেজিষ্ট্রী নং-১৩, আমমোক্তার দ্বারা সবং থানার ৩৯৮ নং জে. এল ভুক্ত নিমকী মোহাড় মৌজায়, এল. আর ৬৪০ নং খতিয়ান ভুক্ত যাহার আর. এস. ও এল. আর দাগ নং- ৮৪/২৪৯১, পরিমান- ২৫ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আমমোক্তা প্রদান করেন তাঁহার ভ্রাতা শ্রী রমেশ চন্দ্র মাইতি পিতা- ʼখাঁখাল চন্দ্র মাইতি সাং- মোহাড় কানুচক, পোঃ- মোহাড়, থানা- সবং ,জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর নামিত। উক্ত আমমোক্তা দ্বারা শ্রী রমেশ চন্দ্র মাইতি,পিতা- ʼখাঁখাল চন্দ্র মাইতি মহাশয় উক্ত সম্পত্তি শ্রী সর্পর্ষি মাইতি পিতা-ʼরমেশ চন্দ্র মাইতি কে গত ইংরাজীর ০১/০৬/২০০৫ তারিখে সবং সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের রেজিষ্ট্রী নং ১৫৭৫ দলিল দ্বারা বিক্রয় করিয়াছেন এবং শ্রী সর্পর্ষি মাইতি পিতা- ʼরমেশ চন্দ্র মাইতি উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজীর ১৩/০১/২০১২ তারিখে সবং সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের রেজিষ্ট্রী নং- ৩০৫ দলিল দ্বারা শ্রী সোমনাথ জানা, পিতা-গোপাল চন্দ্র জানা মহাশয় কে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার সম্পর্কে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি দপ্তরের অফিসে অভিযোগ দায়ের করুন। নচেৎ পরবর্তী সময়ে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

Moumita Dey (Advocate)
Midnapore Judges Court
ENM NO-588/511 of 2017

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Midnapore Paschim Medinipur
Probate Case No. 33/2025
Payal Sarkar .... Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed on 16.08.2019 by **Biswadip Sarkar** of Dhekia, P.O - Nimpura, P.S - Kharagpur (Local) in respect of the property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he / she may file the same within **30 days** from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF PROPERTY

1. Dist - Paschim Medinipur, P.S - Kharagpur (Local), Mouza - Dhekia, J.L. No. 135, R.S. Khatian No. 360, L.R. Khatian No. 228/1, R.S. Plot No. 692/921, L.R. Plot No. 686, Area of land = 02.44 Decs (Bastu).
2.One Auto Rickshaw (Three Wheeler) - Regn. No. WB33D 8232.

By Order,
Barun Kr Santra (Sherestadar)
District Delegate, Midnapore Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ ফেব্রুয়ারি। ৭ই ফাল্গুন। শুক্র বার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(দেশনায়ক শরৎচন্দ্র বসুর প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশে বিলম্বের আশঙ্কা, ঝুলে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ আরও পিছতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও বিপুল সংখ্যক ভোটারের নথিপত্র এখনও যাচাইয়ের অপেক্ষায়। ফলে নির্ধারিত দিনে তালিকা প্রকাশ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করাই নির্বাচন কমিশনের একমাত্র লক্ষ্য। সমস্ত নথির নিষ্পত্তি না হলে প্রয়োজনে কমিশনের কাছে অতিরিক্ত সময় চাওয়া হবে বলেও তিনি স্পষ্ট করেছেন। তাঁর কথায়, এখনও ৪ লক্ষ ৬৬ হাজারের বেশি ভোটারের তথ্য জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে যাচাইয়ের জন্য বাকি রয়েছে। নথি সংক্রান্ত জটিলতার জেরে প্রায় ৩০ লক্ষ ভোটারের তথ্য পুনরায় মাইক্রো অবজার্ভার মারফত ইআরও ও এইআরও-দের কাছে ফের যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি অন্তত ২০ লক্ষ ভোটারের ক্ষেত্রে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা। নথি সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা আগামী শনিবার শেষ হচ্ছে। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ মামলার নিষ্পত্তি ওই সময়ের মধ্যে সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক মহলে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর স্পষ্ট জানিয়েছে, সমস্ত ঝুলে থাকা মামলার নিষ্পত্তি না হলে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ফলে সময়সীমা বাড়ার সম্ভাবনাই জোরালো হচ্ছে। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে শুরু থেকেই বিতর্ক রয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। বৃহস্পতিবার জানা যায়, আরও ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৭০ জন ভোটারের নাম অযোগ্য হিসেবে বাদ গিয়েছে, কারণ তাঁরা পর্যাপ্ত নথি জমা দিতে পারেননি। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

অন্যদিকে, এসআইআর শুনানি পর্বে ৫ লক্ষ ভোটার হাজির হননি। জেলাশাসকদের তরফে যাচাই বাকি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩২৩ জনের। 'ফাউন্ড ওকে' হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের 'টু বি রিভিউড' করা হয়েছে, সেই সংখ্যাটা প্রায় ৩০ লক্ষ। ইআরও-এইআরও-দের পক্ষ থেকে ডিসপোজাল বাকি রয়েছে অন্তত ২০ লক্ষ ভোটারের তথ্য। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত অবস্থায় ঝুলে রয়েছে।

এবার শাস্তির খাঁড়া নামতে পারে ভোটারদের ওপর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইআরও-এইআরও-দের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের পর এবার শাস্তির খাঁড়া নামতে পারে ভোটারদের ওপরও। এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব মিটতেই কমিশনের নজরে এসেছে একাধিক সন্দেহজনক লিঙ্কেজ। এনিউমারেশন ফর্মে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল, কোনও ভোটার ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দিলে ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী এক বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। সেই বিধানই এবার সামনে আসছে নতুন করে।

সূত্রের খবর, যাচাই পর্বে দেখা যাচ্ছে বহু ভোটার এমন ব্যক্তির সঙ্গে নিজেদের নাম লিঙ্ক করেছেন, যাঁদের সঙ্গে বাস্তবে কোনও সম্পর্ক বা মিল নেই। এসআইআর-এর শেষ পর্যায়ে গিয়ে কমিশনের অনুসন্ধানে একের পর এক এমন গরমিল ধরা পড়ছে। রোল পর্যবেক্ষকেরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ইআরও এবং কমিশনকে জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার রাতে রাজ্যে পৌঁছেছেন বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক এন কে মিশ্র। এর আগে থেকেই রাজ্যে রয়েছেন সুব্রত গুপ্ত। কমিশন সূত্রে খবর, তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক হবে। শুধু ভোটার তালিকায় নাম থাকা নয়, ভুল তথ্য প্রমাণিত হলে অনেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই এই সংক্রান্ত প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে পারে। ফলে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়তে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

গরমে পাহাড়ে টয়ট্রেনের নতুন রোমাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: শৈলশহর দার্জিলিংয়ে ঐতিহ্য ও অভিযানের মেলবন্ধনে আসছে তিনটি বিশেষ চার্টার্ড টয়ট্রেন সফর। ১৪৫ বছরের পুরনো দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, যা ইউনেস্কো- র বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃত, এবার পর্যটকদের জন্য সাজিয়েছে ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইতিহাস, প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে একসূত্রে বেঁধেই এই উদ্যোগ। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, হেরিটেজ টয়ট্রেনে এখানকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিবেশের সঙ্গে পর্যটকদের পুরোপুরি মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এই ভাবনা। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে এখানকার নদী, পাহাড়, চা-বাগান এবং পাহাড়ি বনভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। বনদপ্তরের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির ভিত্তিতে ট্রেকিং ও প্রকৃতি-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডও যুক্ত হয়েছে।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় 'মহারানি গ্রেট এসকেপ'; ব্রিটিশ আমলের এক রাজকীয় ঘটনার অনুপ্রেরণায় পূর্ণিমার রাতে বিলাসবহুল যাত্রা। পাশাপাশি 'বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইল'-এ বনপথে পদযাত্রা ও ঐতিহাসিক দর্শন, আর 'টি টিম্বার ট্রেইল'-এ চা-বাগান ঘেরা পাহাড়ি জনপদের স্বাদ মিলবে। কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান, টয়ট্রেনের পাশাপাশি ঘন জঙ্গল, ট্রেকিং, অর্কিড বাগান, পাইনের জঙ্গল, ভিউ পয়েন্ট এসব বন দপ্তর দেখবে। পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য বনকর্মী ও গাইড নিযুক্ত থাকবে। মার্চ থেকেই শুরু হচ্ছে এই বিশেষ পরিষেবা।

কার্শিয়াং বিধায়কের তৃণমূলে যোগ, পাহাড়ে নতুন সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কার্শিয়াং: বিধানসভা নির্বাচনের আগে দার্জিলিং পাহাড়ের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। কার্শিয়ংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস-এ। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে রাজ্যের দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁর দলে অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন হয়।

২০২১ সালে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে কার্শিয়াং কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। পরে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিধানসভায় ওই দলের সদস্য হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছিলেন। সাম্প্রতিক অধিবেশনে তাঁর মন্তব্য; আমি এখন স্বাধীন, কোনও শৃঙ্খলে আবদ্ধ নই; রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনার জন্ম দেয়। সেই জল্পনারই পরিসমাপ্তি ঘটল দলবদলের মাধ্যমে। নতুন দলে যোগ দিয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ বলেন, পাহাড়ের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, পাহাড়ে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে এই যোগদানে।

অন্যদিকে বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই গুরুত্ব দেয় এবং প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি নিজের বিবেচনায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আসন্ন ভোটের আগে এই পরিবর্তন পাহাড়ের সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের ১৯১তম জন্মতিথি পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলুড়: বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৯ ফাল্গুন ১৪৩২। গঙ্গাতীরে অবস্থিত বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে মর্যাদা ও ভক্তিভরে পালিত হল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর ১৯১তম জন্মতিথি। আয়োজক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সূত্রে জানা গেছে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মেনে এদিনের তিথি-পূজার আয়োজন করা হয়েছে। ভোরে মঙ্গলারতি ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে দিনের সূচনা হয়। পরে বিশেষ পূজা ও হোম সম্পন্ন হয় মন্দিরে। সকাল থেকে প্যান্ডেলে ভক্তিগীতি, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যান ও সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুপুরে ভক্তদের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিকেলের ধর্মসভায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' বিষয়ক আলোচনা হয়। এক সন্ন্যাসী বলেন, ঠাকুরের শিক্ষা আজও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে, এই তিথি সেই চেতনা পুনরুজ্জীবনের দিন। সন্ধ্যায় সান্ধ্য আরতির মাধ্যমে দিনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি জনসাধারণের জন্য বৃহত্তর উদযাপনের আয়োজন হবে।

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Midnapore Paschim Medinipur
Probate Case No. 27/2024
Payal Sarkar .... Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed on 28.01.2020 by **Kalyan Sarkar** of Dhekia, P.O - Nimpura, P.S - Kharagpur (Local) in respect of the property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within **30 days** from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF PROPERTY

Dist- Paschim Medinipur, P.S - Kharagpur (Local), Mouza -Dhekia, J.L. No. 135, Ward No. 10, Holding No. 513/332, R.S. Khatian No. 360, L.R. Khatian No. 228/1, R.S. Plot No. 692/921, L.R. Plot No. 686, Area of land = 02.02 Decs (Bastu) together with single storied pucca house thereon.

By Order,
Barun Kr Santra (Sherestadar)
District Delegate, Midnapore Paschim Medinipur

সেতু নির্মাণে ট্রেন বাতিল ও সময় বদল, বিশেষ ট্রেন হোলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে হাওড়া ডিভিশনে একাধিক ট্রেন পরিষেবায় পরিবর্তন আনল পূর্ব রেল। বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী অংশে রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট দিনে ব্লক নেওয়া হবে। ২১, ২৩, ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে ৩৭৯২২, ৩৭৭৪৬, ৩৭৭৪৯ ও ৩৭৯১৭ ট্রেন বাতিল। ১৯, ২০, ২৫,২৮ ফেব্রুয়ারি; ১,৪ মার্চ এবং ২৪,২৮ এপ্রিল ৩৭৭৪৮ (কাটোয়া,ব্যান্ডেল) বিকেল ১টা ০০ মিনিটের বদলে বিকেল ১টা ৫০ মিনিটে ছাড়বে এবং পথে ৭০ মিনিট নিয়ন্ত্রিত হবে। ৩৭৯২৪ (কাটোয়া,হাওড়া) ১৫ মিনিট নিয়ন্ত্রিত। ২৯,৩০ এপ্রিল ও ১,৩ মে ৩৭৭৪১ (ব্যান্ডেল,কাটোয়া) ভোর ৩টা ০৫ মিনিটের বদলে ভোর ৪টা ০৫ মিনিটে রওনা দেবে। এছাড়া শেওড়াফুলি-দিয়ারা সেকশনে সেতু সংস্কারে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ২০ মিনিট থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ব্লক থাকবে। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি মোট ৩০টিরও বেশি ইএমইউ লোকাল (৩৭৩৮৪, ৩৭৩৫৮, ৩৭৩৮৯, ৩৭৩৫১ সহ একাধিক নম্বর) বাতিল।

হোলি উপলক্ষে ০২০২৪/০২০২৩ পাটনা, হাওড়া বিশেষ ট্রেন ভোর ৫টা ৩০ মিনিট ও বিকেল ২টা ১৫ মিনিটে চলবে ৮,২৯ মার্চ, প্রতি রবিবার। পাশাপাশি ০৫৫০৯/০৫৫১০ সাহারসা, জামালপুর মেমু মার্চজুড়ে প্রতিদিন চলবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৭ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার

সোশ্যাল মিডিয়ায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আইনসম্মত ব্যবহারের লক্ষ্যে জারি নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশ কর্মীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আইনসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জারি হল এক নির্দেশিকা। আর এই নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করতে হবে প্রত্যেক পুলিশ কর্মী ও আধিকারিককে কারণ পুলিশ প্রশাসনের এখন পাখির চোখ জনসাধারণের আস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখা।

লালবাজার সূত্রে খবর, এই নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, কেবলমাত্র মনোনীত ও অনুমোদিত কর্তা কলকাতা পুলিশের পক্ষে সরকারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে বিবৃতি, ব্রিফিং বা ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন। সকল যোগাযোগ হবে তথ্যভিত্তিক, যাচাই করা এবং অনুমোদিত তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত মতামত বা মন্তব্যের সঙ্গে তথ্যের কোনও মিশ্রণ করা যাবে না। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই শ্রেণিবদ্ধ, সংবেদনশীল, অপারেশন-সংক্রান্ত, গোয়েন্দা-সংক্রান্ত বা তদন্ত-সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট, মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন বা আনুষ্ঠানিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-সহ কোথাও শেয়ার করা যাবে না। শুধু তাই নয়, সঙ্গে এও বলা হয়েছে, চলমান তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারে, প্রমাণ নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করতে পারে, তদন্ত কৌশল প্রকাশ করতে পারে অথবা গণমাধ্যমে বিচার (মিডিয়া ট্রায়াল) বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বানুমানভিত্তিক দোষারোপের কারণ হতে পারে;এমন কোনও বিষয়বস্তু পোস্ট বা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এই নির্দেশিকায় একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে, সরকারি নীতি, প্রকল্প, রাজনৈতিক বিষয় বা ধর্মীয় ইস্যু সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামত এমনভাবে প্রকাশ করা যাবে না, যাতে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়, জনআস্থা হ্রাস পায় বা প্রযোজ্য আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়। এর পাশাপাশি নির্দেশিকায় এও বলা হয়েছে, অন্যান্য দপ্তর, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সহকর্মী, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রথা বা চলমান সরকারি কর্মসূচি সম্পর্কে জনসমক্ষে কোনও বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না। শুধু তাই নয়, সরকারি কর্মসূচি, পরিদর্শন, সফর, অপারেশনাল কার্যক্রম বা সংবেদনশীল চলাচল সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা যাবে না।

সঙ্গে কঠোরভাবে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে—

ক) সরকারি যানবাহন, দপ্তর, বাসভবন, প্রতীকচিহ্ন, ইনসিগনিয়া, ইউনিফর্ম, ব্যাজ বা অন্যান্য সরকারি উপকরণ ব্যক্তিগত প্রচার বা ভাবমূর্তি নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

খ) অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উপস্থিতি, পরিধেয় পোশাক অর্থাৎ ইউনিফর্ম এবং ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তা পুলিশ সদস্য/কর্মকর্তা হিসেবে ব্যক্তির মর্যাদা ও শালীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

গ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমের প্রতি এমন কোনও সমর্থন বা প্রচার এড়িয়ে চলতে হবে, যা স্বার্থের সংঘাত বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

ঘ) অনলাইন বিতর্কে জড়ানো বা অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু শেয়ার করার মতো অপেশাদার আচরণ থেকে পুলিশ সদস্যদের বিরত থাকতে হবে।

ঙ) ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট খোলা বা পরিচালনার জন্য সরকারি ইমেল আইডি ব্যবহার করা যাবে না।

চ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা বিষয়বস্তু স্থায়ী এবং পুনরুদ্ধারযোগ্য, অতএব কোনও কিছু প্রকাশের পূর্বে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ছ) সরকারি বা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে কোনও বিরূপ বিষয়বস্তু প্রকাশ পেলে তা অবিলম্বে তদারকি কর্মকর্তার নজরে আনতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ছ) উল্লিখিত নির্দেশাবলির যে কোনও তথ্য প্রযোজ্য আচরণবিধি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কারণ হতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন, ভুল স্বীকার শিক্ষা সংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা। এমনিতেই অঙ্ক নিয়ে টেনশন বেশি থাকে ছাত্রছাত্রীদের। তার মধ্যে অঙ্কতেই এল সিলেবাসের বাইরে প্রশ্নপত্র। আর এই অভিযোগের সত্যতা মেনে নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। দুটি ভাগে ১০ নম্বরের প্রশ্ন সিলেবাসের বাইরে দেওয়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, তা যে সত্যি তাতে শিলমোহর দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। জানানো হয়েছে, ওই ২টি প্রশ্নই ভুল এসেছিল। তাই, সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেই মিলবে পুরো নম্বর। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এই সিদ্ধান্তে ফের শুরু হয়েছে বিতর্ক।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এখন বছরে ২ বার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়। সেমিস্টার স্টিস্টেমে সেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়েই আজ বিতর্কের শুরু। শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফ থেকেই প্রথমে অভিযোগ করা হয়, ১০ নম্বরের প্রশ্ন এসেছে সিলেবাসের বাইরে থেকে! দুটি ভাগে ১০ নম্বরের প্রশ্ন সিলেবাসের বাইরে থেকে আসায়, কার্যত অবাক শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরাও। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই অভিযোগের সত্যতা মেনে নিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এখানেই শেষ নয়, সংসদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট ওই প্রশ্নের যদি কেউ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে, অঙ্কটা কষার চেষ্টা করে, তাহলেই সেই ছাত্রছাত্রীকে পুরো নম্বর দেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্ত সংসদ নিলেও প্রশ্ন সিলেবাসের বাইরে থেকে আসা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা যেদিন শুরু হয়, সেদিনই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকারা অভিযোগ করেছিলেন, প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট কম সময় পেয়েছেন তাঁরা। অনেক ক্ষেত্রে বই পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। একাধিক সমস্যা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিতে যেতে হচ্ছে তাঁদের। এই বছরই সেমিস্টারের ধাঁচে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বছরে ২টো করে সেমিস্টার হবে। তবে পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, নতুন এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতি নেওয়ার যথেষ্ট কম সময় পাচ্ছেন তাঁরা। তবে সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন আসার ফলে পরীক্ষার্থীদের ফলাফলের ওপর যাতে কোনও নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর, সেমেস্টার -৪, সেমেস্টার-৩ আর সাপ্লিমেন্টারি এবং পুরনো পদ্ধতির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮১১ জন। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। পরীক্ষা হবে রাজ্যের ৮২২টি মেন সেন্টার এবং ২ হাজার ১০৩টি সাব সেন্টারে। জানা যায়, ৪০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষা পরিচালনা এবং গার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে ফিরে বজবজ স্টেশন থেকে ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, সেই স্মৃতিকে মনে রেখে শিয়ালদহ স্টেশনে শোভাযাত্রার আয়োজন। ছবি: অদিতি সাহা

খাবার নিয়ে দ্বিচারিতা, মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে খাদ্যাভ্যাসকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র হল। রাজ্য বিজেপি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে অভিযোগ তুলেছে, শাসকদল ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বৈত অবস্থান নিচ্ছে। বিজেপির দাবি, তৃণমূল পরিচালিত একাধিক পুরসভা এলাকায় প্রকাশ্যে মাছ-মাংস বিক্রি বা ভোজন নিরুৎসাহিত করে পোস্টার টাঙানো হলেও এ নিয়ে শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের মুখে কুলুপ এঁটেছে।

বিজেপির এক শীর্ষ নেতা বলেন, অন্য রাজ্যে তথাকথিত আমিষ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যারা সরব হন, নিজেদের ঘরের ঘটনায় তাঁরা নীরব। এটাই প্রকৃত দ্বিচারিতা। তাঁর কথায়, মাছ, মুরগি, খাসি কিংবা শুকরের মাংস; বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারও ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক মতের ভিত্তিতে তা নিয়ন্ত্রণের অধিকার কারও নেই। সম্প্রতি বিহারে প্রকাশ্যে মাংস বিক্রি নিয়ে বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করে বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির কটাক্ষ, বিহারের ঘটনায় তৎপরতা দেখা গেলেও, বাংলায় নিজেদের প্রশাসনের সিদ্ধান্তে কেন নীরবতা? গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা ক্রমেই চড়ছে। খাদ্যাভ্যাসের প্রশ্নে ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ; এই বিতর্ক এখন রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে।

এদিকে, খাদ্যাভ্যাস ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ তাপস রায়ের। পদ্ম শাসন এলে বাঙালির আমিষভোজন বন্ধ হয়ে যাবে; মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি তাপস রায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, সাংবাদিক সম্মেলন করে আপনাকে বলতে হচ্ছে পদ্ম এলে বাঙালির নাকি মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবে। তার মানে আপনি ভয় পেয়েছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন না আপনার কথা আর আপামর বঙ্গবাসী বিশ্বাসই করে না। তিনি দাবি করেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি বা এনডিএ নেতৃত্বাধীন সরকার বহুদিন ধরেই ক্ষমতায় রয়েছে, অথচ কোথাও মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠেনি। তাঁর বক্তব্য, সারাদেশে সম্ভবতঃ ১৬টা রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার রয়েছে। এছাড়া এনডিএ শাসনাধীন রাজ্যের সংখ্যা ২০ (সম্ভবত) ইউনিয়ন টেরিটরি সহ ওদের কেউ আজ পর্যন্ত এরকম অদ্ভুত কথা বলেনি।

গোয়া-সহ একাধিক রাজ্যের উদাহরণ টেনে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, গিয়ে একটু দেখে আসুন কি কি আমিষ পাওয়া যায়? কেন আপনি এভাবে মিথ্যা কথা বলেন...? তাপস রায়ের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে ভীতি সঞ্চার করে জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ বাস্তব বোঝে, বিভ্রান্তিমূলক প্রচারে তারা আর আস্থা রাখে না।

মিমি চক্রবর্তীকে মানহানির নোটিস পাঠালেন তনয় শাস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মানহানির নোটিস পাঠালেন বনগাঁর অভিযুক্ত অনুষ্ঠান উদ্যোক্তা তনয় শাস্ত্রী। শাস্ত্রীর অভিযোগ, হেনস্তার মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, যার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি ২০ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন। তনয় শাস্ত্রী বৃহস্পতিবার জানান, তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে মিমি চক্রবর্তীকে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হয় মিমিকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে, অন্যথায় তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হবে। এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মিমি চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তনয় শাস্ত্রীর দাবি, অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য মিমি চক্রবর্তীকে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, অভিনেত্রী নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানে পৌঁছননি, যার ফলে তাঁকে মঞ্চ ছাড়তে বলা হয়েছিল। শাস্ত্রীর আরও অভিযোগ, বিনা কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যার জেরে তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে থাকতে হয়েছে এবং তাঁর সামাজিক সম্মান নষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত মাসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁয় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মিমি চক্রবর্তীর পারফর্ম করার কথা ছিল। তিনি ছিলেন সেই রাতের শেষ শিল্পী। মিমি চক্রবর্তীর অভিযোগ ছিল যে, মাঝরাতের পর অনুষ্ঠানের অনুমতি না থাকায় তনয় শাস্ত্রী তাঁকে পারফরম্যান্সের মাঝেই মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেন এবং তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। এরপরই তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পাল্টা জবাবে তনয় শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, অভিনেত্রী সময়মতো পৌঁছননি এবং তাঁকে অত্যন্ত বিনীতভাবে মঞ্চ ছাড়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি কোনও ধরনের হেনস্তার কথা অস্বীকার করেছিলেন। তবে তদন্ত চলাকালীন পুলিশি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে শাস্ত্রী এবং তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হওয়ায় তনয় শাস্ত্রীকে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় জেল হেপাজতে থাকতে হয়।

ভোটার তালিকা ঘিরে ফের তৎপর কমিশন, ২৭ লক্ষ নথি পুনরায় খতিয়ে দেখার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে বড়সড় নড়াচড়া নির্বাচন প্রক্রিয়ায়। সূত্রের খবর, এসআইআর পর্ব মিটতেই প্রায় ২৭ লক্ষ আবেদন ও নথি নতুন করে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন কমিশন-নিযুক্ত পর্যবেক্ষকরা। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা, তার আগে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্কুটিনি চলবে জোরকদমে।

নির্বাচন সংক্রান্ত মহলের দাবি, এখনও প্রায় ৫০ লক্ষ নামের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট ইআরওদের সিদ্ধান্তের উপর। একই সঙ্গে অভিযোগ উঠেছে, ইআরও ও এইআরওদের ত্রুটির জেরে ১ লক্ষ ১৪ হাজারেরও বেশি নথি সিস্টেমে তোলা হয়নি। কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত, এই বিপুল সংখ্যার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ আবেদন বৈধতার পরীক্ষায় টিকবে না বলেই প্রাথমিক অনুমান। তবে বাকি অংশ নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। গাফিলতির অভিযোগে একাংশ আধিকারিককে শোকজ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, এমনই খবর। সূত্রের বক্তব্য, যাঁদের কাগজপত্র সঠিক থাকা সত্ত্বেও আপলোড হয়নি, তাঁদের বাড়িতে বিএলও পাঠিয়ে ফর্ম-৬ পূরণ করানো হবে।

প্রসঙ্গত, এ বিষয়ে আগে সুপ্রিম কোর্ট কমিশনের ক্ষমতা বহাল রেখেছিল। ফলে প্রশাসনিক স্তরে রদবদলের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার আগে জল্পনা এখন তুঙ্গে।

ভোটার নথি বিতর্কে নতুন নীতি, লিখিত ব্যাখ্যা বাধ্যতামূলক করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে মাঠপর্যায়ের আধিকারিক ও পর্যবেক্ষকদের মধ্যে মতপার্থক্য মেটাতে কড়া পদক্ষেপ নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটারের নথি যাচাই নিয়ে মাইক্রো অবজার্ভার বা রোল অবজার্ভারের মন্তব্যের সঙ্গে ইআরও কিংবা এইআরও একমত না হলে, তাঁদের লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে হবে। সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দের মধ্যে সেই ব্যাখ্যা জমা দিতে হবে নির্দিষ্ট পোর্টালে।

কমিশনের এক শীর্ষ কর্তা জানান, মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তার সুনির্দিষ্ট যুক্তি নথিবদ্ধ থাকা জরুরি। এতে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং ভবিষ্যতে বিতর্কের অবকাশ কমবে। তাঁর কথায়, প্রতিটি সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি স্পষ্ট থাকলে প্রশাসনিক জবাবদিহি আরও শক্তিশালী হবে।

সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে নথি গ্রহণ বা বাতিল করা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্নমত সামনে এসেছে। কোথাও পর্যবেক্ষকদের আপত্তি, কোথাও আবার নিবন্ধন আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই কমিশনের এই নতুন ব্যবস্থা।

বীরভূম সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর: লকেট চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অতি সম্প্রতি বীরভূমের নানুরে বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বাড়ির গেটে ব্যাগের মধ্যে সাদা থান, রজনীগন্ধা ফুলের মালা ও ধূপ-মিষ্টির প্যাকেট রাখা হয়েছিল। ভোটের আগে ভয় দেখানোর কৌশল বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর দলীয় কার্যালয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, বীরভূম সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। ওখানে মুখে গামছা বেঁধে বোমা-বন্দুক দেখিয়ে ভোট হয়। লকেটের দাবি, এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হবে। আশা করছি, বীরভূমের মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে। প্রসঙ্গত, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথিতে প্রধানমন্ত্রী পোস্টে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'স্বামী' সম্বোধন করেছেন। তা নিয়েই সোচ্চার হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, মহাপুরুষদের অপমান করা দয়া করে বন্ধ করুন। তাঁদের জন্য রোজ নতুন নতুন বিশেষণ আবিষ্কার করার কোনও প্রয়োজন নেই। এপ্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলায় আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা দেখেছি। তাঁর অভিযোগ, উনি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তুই-তুকারি করে কথা বলেন। এটাই তো তৃণমূলের কালচার। তাঁর সংযোজন, বাঙালি অস্মিতা তুলে ধরে উনি প্রচার করছেন। অথচ আনন্দপুরে আগুনে ঝলসে এতজন শ্রমিকের মৃত্যু হল, তা নিয়ে উনি শোক প্রকাশ করে টুইট-ও করেননি।

সরে গেল ধর্মতলার শতাব্দী প্রাচীন এল-২০ বাসস্ট্যান্ড, উন্নত হতে পারে শহরের ভাবমূর্তি!

শুভাশিস বিশ্বাস

অবশেষে ধর্মতলার শতাব্দী প্রাচীন এল-২০ বাসস্ট্যান্ডের স্থানান্তর। আর এই স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে আদতে সূচনা হল কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্টেশন নির্মাণের জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মতলার এই বাসস্ট্যান্ড শহরের যাত্রীদের অন্যতম ভরসাস্থল ছিল। কিন্তু মেট্রোর কাজের কারণে জায়গাটি খালি করা জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে যাত্রীদের আর পুরনো স্ট্যান্ড থেকে বাস ধরতে হবে না, বরং তাঁদের যেতে হবে উলটোদিকে নবনির্মিত ধর্মতলা সরকারি বাসস্ট্যান্ডে।

এদিকে যা জানা যাচ্ছে তাতে এই নতুন বাসস্ট্যান্ডটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত। এখানে রয়েছে ওয়েটিং রুম, ফুডকোর্ট, শৌচাগার, শেড, এমনকী এসি কাউন্টারও। সঙ্গে এও জানা গেছে, প্রায় ২০০টি সরকারি বাস, যার মধ্যে রয়েছে এসবিএসটিসি ও এনবিএসটিসির বাস সব মিলিয়ে এই স্ট্যান্ড থেকে চলাচল করবে। চার হাজার বর্গমিটার জায়গায় তৈরি এই স্ট্যান্ড যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

এদিকে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে বৃহত্তর পরিকল্পনা। কারণ, এসপ্ল্যানেড এলাকায় নিউ গড়িয়া-দক্ষিণেশ্বর, হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ এবং জোকা-এসপ্ল্যানেড; এই তিনটি মেট্রো পথ মিলিত হবে। আর এখানেই তিনতলা বিশাল স্টেশন তৈরি হবে, যেখানে যাত্রীরা এক মেট্রো থেকে নেমে অন্য মেট্রোয় উঠতে পারবেন। ফলে এই এলাকায় যাত্রী চলাচল বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। সেই কারণেই এই বাসস্ট্যান্ড ও বিধান মার্কেট স্থানান্তর করা হচ্ছে।

খুব স্পষ্টভাবে বলতে গেলে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধর্মতলার এই শতাব্দী প্রাচীন এল-২০ বাসস্ট্যান্ড স্থানান্তরের ফলে কলকাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে চলেছে। যেমন, নতুন বাসস্ট্যান্ডে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যেমন ওয়েটিং রুম, ফুডকোর্ট, শৌচাগার, এসি কাউন্টার ইত্যাদি যাত্রীদের আরামদায়ক অভিজ্ঞতা দেবে। ফলে সাধারণ মানুষ আরও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে ধর্মতলার পুরনো স্ট্যান্ড থেকে বাস ধরার অভ্যাস ছিল। এখন যাত্রীদের নতুন জায়গায় যেতে হবে, যা প্রথমে কিছুটা অসুবিধা তৈরি করলেও ধীরে ধীরে নতুন অভ্যাস গড়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, এসপ্ল্যানেড এলাকায় তিনটি মেট্রো পথ যেখানে একসঙ্গে মিলিত হবে সেখানে যাত্রীরা সহজে এক মেট্রো থেকে অন্য মেট্রোয় উঠতে পারবেন। বাসস্ট্যান্ডের স্থানান্তর এই সমন্বয়কে আরও কার্যকর করবে। শুধু তাই নয়, ধর্মতলা অঞ্চলে প্রায়ই মিছিল ও সভা হয়। নতুন স্ট্যান্ডে ইমার্জেন্সি এক্সিট রাখার ফলে জনসমাগমের সময় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

একইসঙ্গে নতুন বাসস্ট্যান্ড ও বিধান মার্কেট আধুনিক অবকাঠামো-সহ তৈরি হচ্ছে। দোকানঘর, ফুডকোর্ট, পার্কিং লট ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। সঙ্গে তৈরি হবে নতুন চাকরির সম্ভাবনা। নতুন মার্কেট ও স্ট্যান্ডে পরিষেবা, রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়বে। শুধু তাই নয়, আধুনিক পরিবহণ অবকাঠামো শহরের ভাবমূর্তি উন্নত করবে। পর্যটকরা আরও সহজে শহরের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করতে পারবেন। এছাড়াও পুরনো স্ট্যান্ড ও মার্কেট সরিয়ে নেওয়ার ফলে ওই এলাকায় ব্যবসায়িক কার্যকলাপ কিছুটা কমবে। তবে নতুন জায়গায় তা আরও বড় আকারে গড়ে উঠবে। সার্বিকভাবে, এই স্থানান্তর শহরের পরিবহণ ব্যবস্থাকে আধুনিক করার পাশাপাশি সামাজিক সুবিধা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নতুন মাত্রা দেবে। প্রথমদিকে কিছুটা অস্বস্তি হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি কলকাতার নাগরিক জীবনকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করে তুলবে। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে, ধর্মতলার এল-২০ বাসস্ট্যান্ডের স্থানান্তর শুধু একটি অবকাঠামোগত পরিবর্তন নয়, বরং কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সম্পাদকীয়

কার স্বার্থে এসআইআরে অনিয়মে যুক্ত অফিসারদের বাঁচাতে চায় রাজ্য

এসআইআরের কাজে বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মী, অফিসাররা যুক্ত। নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনে তাঁরা আপাতত এসআইআরের কাজ করছেন। কর্মসূত্রে রাজ্য সরকারের কর্মী হলেও তাঁরা আপাতত কমিশনের অধীন। তাই তাঁদের কাজের নির্দেশ, মূল্যায়ন, সবটাই কমিশনের হাতে। এই আবহে গত দু'তিন মাসে একটি বিষয় নিয়ে বারবার কমিশনের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের বিরোধ সামনে চলে এসেছে। তা হল, এই সব কর্মী, অফিসারদের নিয়ে কমিশন ও রাজ্যের টানাপোড়েন। এরমধ্যেই অনেকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা, কাজে গাফিলতি, এমনকি ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগ পেতেই তাঁদের শাস্তির সুপারিশ করেছে কমিশন। কিন্তু বারবার নিয়ম মেনে রাজ্য প্রশাসনকে জানালেও তাঁরা কমিশনের কথায় কান দেয়নি। বলা সত্ত্বেও করা হয়নি এফআইআর। সম্প্রতি ইআরও এবং এইআরও মিলিয়ে রাজ্যের সাতজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু তারপরও কোনও হেলদোল দেখা যায়নি রাজ্য প্রশাসনের। বারবার টালবাহানা করেছে প্রশাসন। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, কমিশন এতবার নির্দেশ দেওয়ার পরও কেন, এফআইআর করা গেল না? তাহলে কি তাঁদের বাঁচানোর জন্যই এই অপচেষ্টা রাজ্য প্রশাসনের? তাহলে কারা বাঁচাতে চাইছে তাঁদের? আর কেনইবা বাঁচাতে চাইছে? প্রশ্ন ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক। তাহলে কি কোনও আঁতাত রয়েছে?নেপথ্যে কাদের স্বার্থ? দানা বাঁধছে নানা সন্দেহ। এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল রাজ্যের শাসক দলের। যার পুরোটাই রাজনৈতিক। তাই কি এসআইআর বানচাল করতেই করা হয়েছিল কোনও ষড়যন্ত্র? কারা ছিল তার শরিক? এসআইআরে যুক্ত কর্মীদের সম্পর্কে কেন বারবার রাজ্য সরকারের এত দরদ। শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে অবশ্য দুই জেলার চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে রাজ্য। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। মানুষ কিন্তু সব দেখছে। গত ৫ বছর দেখেছে। এবার কিন্তু তাঁদের দেখানোর পালা।

শব্দছক ৭৮

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. জ্ঞানী ২. সূর্য ৫. গাভী-নিধন ৬. প্রচুর ৭. বার্ধক্য ৯. গোলোযোগ সৃষ্টিকারী ১১. নতমস্তক ১৩. সিমলিপাল উদ্যানে প্রবাহিত নদী ১৬. চরণাশ্রিত ১৮. রামের এক পুত্র ১৯. গরম ২০. গাছের পাতা ২১. আঘাতপ্রাপ্ত ২২. দুঃখ

ওপর-নিচ: ১. বিযুক্তকরণ ২. একযোগে মিলন ২. বিরতি ৪. মণিমানিক্যের ব্যবসায়ী ৬. তিরস্কার করা ৮. দিনের বিপরীত ১০. চাষের যন্ত্র ১২. হিন্দী ভাষায় শেখা ১৩. হাওয়ায় পতাকা ওড়ার ভাবশব্দ ১৪. ক্ষণ ১৫. লবণের ব্যবসায়ী ১৬. একক, দশক, ... ১৭. অভ্যাস-কৃত

সমাধান ৭৭ — পাশাপাশি: ১. অবিনাশ ৪. টোকা ৬. লিলি ৭. শবর ৯. অর্ধেক ১০. সারদা ১১. তপধির ১২. বদখচ ১৪. বাখারি ১৫. হুন ১৬. কলেজ ১৭. পোকা ১৮. নম্র ১৯. নরনারী

ওপর-নিচ : ১. অলিখিত ২. বিলি ৩. শশধর ৫. কায়দা ৮. রসাস্বাদন ৯. আধিকারিক ১২. বহুজন ১৩. চটাকারী ১৪. বাদন ১৭. পোনা

আজকের দিন

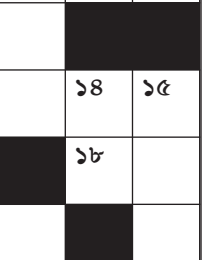

■ **১৯৬২** — মহাকাশচারী জন এইচ. গ্লেন ফ্রেন্ডশিপ ৭ মহাকাশযানে তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

■ **১৯৮৭** — অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম ভারতের পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হয়।

■ **২০০৩** — রোড আইল্যান্ডের দ্য স্টেশন নাইটক্লাবে আতশবাজির প্রদর্শনীতে ১০০ জন নিহত হয়।

জন্মদিন

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এন জনার্দন রেড্ডির জন্মদিন।*

১৯৪৭ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় জার্নেল সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনু কাপুরের জন্মদিন।*

জার্নেল সিং

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ভারত বিশ্বে প্রথম

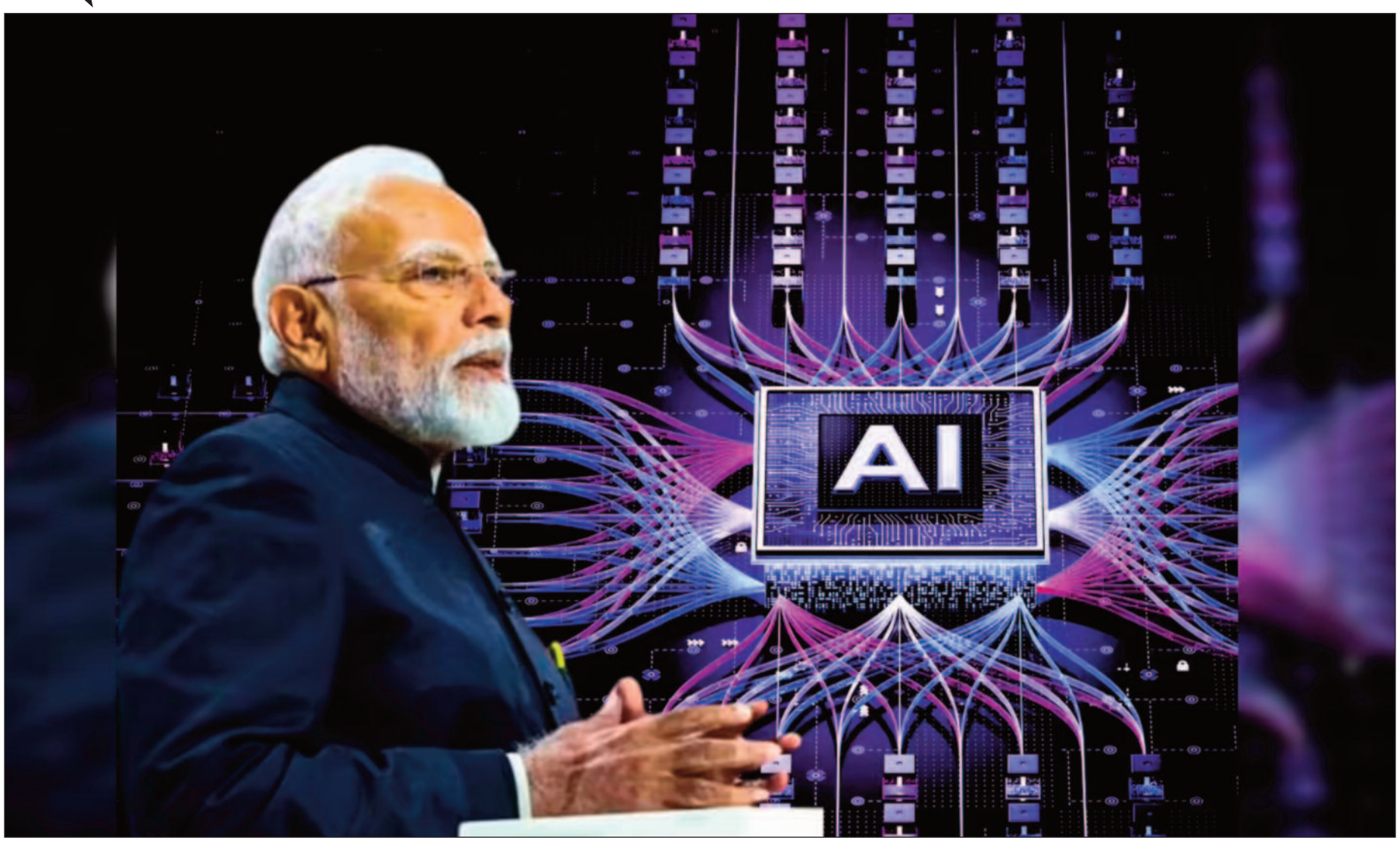

প্রদীপ মারিক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে কোন ব্যক্তির চাকরি হারানোর আশঙ্কা নেই। মোদি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে প্রযুক্তি কাজকে নির্মূল করার পরিবর্তে পরিবর্তন করে। বিশ্বে অবশ্যই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ভবিষ্যতের জন্য বিশ্ববাসীর দক্ষতা এবং পুনঃদক্ষতায় বিনিয়োগ করতে হবে। মোদি এ আইএর দ্রুত বৈশ্বিক সম্প্রসারণ এবং ভাগ করা মূল্যবোধ রক্ষাকারী একটি ঐক্যবদ্ধ শাসন কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন। তিনি এআই এর দক্ষতা এবং স্থায়িত্বের উপর জোর দিয়ে একটি তুলনা করে বললেন, 'মানব মস্তিষ্ক কবিতা রচনা করে এবং একটি আলোর বাল্বের চেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে মহাকাশযান ডিজাইন করে।'

গত বছর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রঁর আমন্ত্রণে মোদির ফ্রান্স সফর এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। বিশ্ব মৈত্রীর বার্তা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এআই অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বে কতটা সময়োপযোগী তা প্যারিসেই বুঝিয়ে দিলেন মোদি। এ বার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রঁ এলেন বিশ্ব নেতা মোদির আমন্ত্রণে এই ভারতে। মোদি ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপী এআই মানদণ্ডের উপযোগিতা তুলে ধরবেন। মোদি এআই-এর রূপান্তরমূলক সম্ভাবনা এবং দায়িত্বশীল প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ম্যাক্রোঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বললেন, ' এআই ইতিমধ্যেই আমাদের অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং সমাজকে পুনর্গঠন করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই শতাব্দীতে মানবতার জন্য কোড লিখছে।' তিনি সাইবার নিরাপত্তা হুমকি, বিভ্রান্তি এবং ডিপফেক সহ এআই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী মান নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। বিশ্বের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ এআই এর ভূমিকা তুলে ধরে মোদি বললেন, 'স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কৃষির উন্নতির মাধ্যমে এআই লক্ষ লক্ষ জীবনকে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করতে পারে। এটা অর্জনের জন্য, আমাদের সম্পদ এবং প্রতিভা একত্রিত করতে হবে।'

ওপেনএআই-এর কর্ণধার স্যাম অল্টম্যান মনে করেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিতে গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। চ্যাটজিপিটি-র স্রষ্টা জানিয়েছেন, ভারতে যে হারে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ছে দিনে দিনে, তা নজরে রেখে এ দেশে ব্যবসার বিস্তার ঘটানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। এমনকি অংশীদারিত্বের পথেও হাঁটা হতে পারে বলে জানান স্যাম। কিছুদিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের রোষে পড়েছিল ওপেনএআই। ভারতের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধ এবং বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে বিবাদের আবহে হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো অভিযোগ করেছিলেন, আমেরিকার করদাতাদের পয়সায় ভারত, চিনের মতো বিভিন্ন দেশকে এআই পরিষেবা দিচ্ছে চ্যাটজিপিটি। হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন মুখ্য কৌশলী স্টিভ ব্যাননকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেছিলেন, 'ভারত এআই ব্যবহার করবে, আর তার জন্য আমেরিকার নাগরিকেরা কেন পয়সা খরচ করবেন? চ্যাটজিপিটি আমেরিকার মাটি থেকে কাজ করছে। আমেরিকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। আর পরিষেবা দিচ্ছে ভারত, চিন এবং বাকি বিশ্বে।দ

নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপে 'গ্লোবাল এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬' যোগ দিতে এসে স্যাম জানিয়েছেন, ওপেনএআই-এর ব্যবহারকারীর সংখ্যার নিরিখে আমেরিকার পরেই ভারত। ভারতে চ্যাটজিপিটি-র সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে ১০ কোটি। শুধু তা-ই নয়, সারা বিশ্বে যত পড়ুয়া চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে সাহায্য করতে পারে, সে রকম টুলও রয়েছে চ্যাটজিপিটি-র। সেটির নাম 'প্রিজম'। এই বছরই নয়াদিল্লিতে নতুন দপ্তর খুলেছে ওপেনএআই। স্যাম জানিয়েছেন, ভারতের চারটি বড় শহরের বিভিন্ন অলাভজনক সংস্থার অন্তত ২০০ জন আধিকারিককে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। এবার সরকারের সঙ্গে এআই প্রযুক্তি নিয়ে সমঝোতার পথে হাঁটা হবে ইঙ্গিত দিয়েছেন ওপেনএআই-এর কর্ণধার।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে কোন ব্যক্তির চাকরি হারানোর আশঙ্কা নেই। মোদি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে প্রযুক্তি কাজকে নির্মূল করার পরিবর্তে পরিবর্তন করে। বিশ্বে অবশ্যই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ভবিষ্যতের জন্য বিশ্ববাসীর দক্ষতা এবং পুনঃদক্ষতায় বিনিয়োগ করতে হবে। মোদি এ আইএর দ্রুত বৈশ্বিক সম্প্রসারণ এবং ভাগ করা মূল্যবোধ রক্ষাকারী একটি ঐক্যবদ্ধ শাসন কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন। তিনি এআই এর দক্ষতা এবং স্থায়িত্বের উপর জোর দিয়ে একটি তুলনা করে বললেন, 'মানব মস্তিষ্ক কবিতা রচনা করে এবং একটি আলোর বাল্বের চেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে মহাকাশযান ডিজাইন করে।' এআই অ্যাকশন সামিটের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বললেন ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জন্য দেশের ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো, ডেটা গোপনীয়তায় এর প্রযুক্তিগত-আইনি অগ্রগতি এবং এর বিশাল এআই প্রতিভা পুল তুলে ধরেন, যা ভারতকে এআই গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নেতা হিসাবে স্থান দেয়। মোদি এই সফল সম্মেলনের জন্য প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁকে অভিনন্দন জানান। পরবর্তী এআই সামিট আয়োজনের যে সিদ্ধান্ত ভারত নিয়েছে, ফ্রান্স তাকে স্বাগত জানায়। একমাত্র নরেন্দ্র মোদিই হলেন বিশ্ব-রাজনীতিতে শান্তির দূত।

ফ্রান্স আমেরিকা সফরে গিয়ে মোদি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ভারত যুদ্ধের পক্ষে নয়, শান্তির পক্ষে। ভারত কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানেই বিশ্বাস করে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ্য নেতা নরেন্দ্র মোদি আরও বললেন, ভারত নিরপেক্ষ নয়, ভারত প্রথম থেকেই পক্ষ নিয়েছি এবং তা শান্তির পক্ষে। ভারতবর্ষ বুদ্ধের দেশ থেকে এসেছে, কিন্তু এখানে যুদ্ধের কোন স্থান নেই। ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীর দেশ থেকে এসেছে যিনি সারা বিশ্বকে শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন। প্যারিসে এআই অ্যাকশন সামিটে অংশগ্রহণ, তারপর ভারত-ফ্রান্স সিইও ফোরামে যোগদান করেই দক্ষিণ ফ্রান্সের বন্দর শহর মার্সেইতে পৌঁছান নরেন্দ্র মোদি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্সেইয়ের বিশেষ তাৎপর্যের কথা তুলে ধরেন মোদি কারণ এই শহরেই ইংরেজদের কব্জা থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন মহান বীর সাভারকার। মার্সেইয়ের নাগরিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'সেইসময়ের ফ্রান্সের সমাজকর্মী ও মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাঁরা দাবি জানিয়েছিলেন যে বীর সাভারকারকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। বীর সাভারকারের সাহসিকতা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।'

মোদির মত বিশ্ব নেতাই বিশ্ব মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকারকে স্মরণ করে সমগ্র ফ্রান্সবাসীদের কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেন। সাভারকারের দূরদৃষ্টি এবং দেশ স্বাধীন করার সংগ্রামী সংকল্প বিশ্ববাসীর কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। সাভারকার কোন দিন চাননি যে ভারতবর্ষ দুটো দেশে বিভক্ত হয়ে যাক। তিনি কোনদিন দেশভাগের জন্য সহযোগিতা করেন নি। তার প্রস্তাব ছিল একটি দেশে দুটি রাষ্ট্রের সহাবস্তান করা উচিত কিন্তু কোন মতেই ভারতবর্ষকে দুটো দেশে ভাগ করা উচিত নয়। তিনি খিলাফত আন্দোলনের সময় এক শ্রেণীর তুষ্টির নীতিকে সমালোচনা করেন।

গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে সাভারকার গভীর চিন্তা করেছিলেন তাই তিনি ক্ষুদ্যা হিস্টরি অফ ওয়ার অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্সক্ষ্ম লিখলেন। এই বই দেখে ইংরেজ সরকার তোলপাড় শুরু করলো, ইংরেজ সরকার বইটি নিষিদ্ধ করলো। তিনি সর্বদা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি লালা লাজপথ রায় , বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন বিহারী পালের মত বিপ্লবীদের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি, স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেন। আইন নিয়ে পাড়ার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান। শুধু পড়াশুনা নয় সেখানে গিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করে ফ্রি ইন্ডিয়ান সোসাইটি নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বীর সভারকার ছাত্রদের ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতার পাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ফ্রী ইন্ডিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে দামোদর বিনায়ক সাভারকারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে তিনি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি মিত্রমেলা নামে এক সমিতি গড়ে তোলেন, এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারার প্রসার এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া। দামোদর সাভারকার এবং তার ভাই গণেশ সাভারকার ইটালিয়ান নেতা মাৎসিনির ক্ষ্মইয়ং ইতালিক্ষ্ম সংগঠনের অনুকরণে মিত্রমেলার নামকরণ করেন অভিনব ভারত। এর উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। সাভারকারের আদর্শে সারা দেশে ক্ষ্মঅভিনব ভারতেরক্ষ্ম বিভিন্ন শাখা গড়ে ওঠে। সদস্যদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার, শরীর চর্চা, লাঠিখেলা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দিয়ে তরুণদের লড়াইয়ের যোগ্য করে তোলাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, সর্বজনীনতা, ইতিবাচকবাদ, উপযোগীতাবাদ, এক সুস্থ চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে সুদূর প্রসারী তা স্তরে স্তরে উপলব্ধি করা এবং তার মর্মবেদনা রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন ক'জন করতে পারে করতে পারে একমাত্র সেই মানুষটি, যার ভেতরের অন্তরাত্মা সৎ এবং তিনি তেজস্বী। বিতর্ককে সঙ্গী করেও তিনি দেশ নায়ক। আবার বর্ণ বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা এই মানুষটি বীর সাভারকার। আন্দামান জেলে কাটানোর সময়টি ছিল তার কাছে একটা অনুপ্রেরণার সময়। সেই সময় তিনি একটা বই লেখেন। তাতে ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসের পটভূমিকায় এক তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস। জেলে থাকাকালীন সাভারকার তার হিন্দুত্বকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। জেলে থাকার সময় ও তিনি হিন্দুত্বকে কোন দিন ভোলেন নি। হিন্দুত্ব প্রচারের জন্য তিনি জেলে বসে হিন্দুত্ব নামে এক আদর্শিক প্রচারপত্র লিখতেন। ক্ষ্মকে হিন্দুক্ষ্ম নামে সেই প্রচারপত্র জেলের বাইরে বের করে এনে নীরবে বিতরণ করা হতো। ধীরে ধীরে এটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ হতে থাকে। সাভারকারের সমর্থকরা এই পুস্তক প্রচারের দায়িত্ব নেয়। তিনি হিন্দুত্বের মধ্যেও সর্ব ধর্মের স্বার্থকতা প্রচার করেন। তিনি নিজেকে হিন্দু বলে গর্ব করতেন। সর্বদা তিনি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় খোদাই করতেন যাকে তিনি হিন্দু হিসাবে দেখতেন। তিনি সর্বদা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সনাতন ধর্মের ঐক্যের জন্য প্রচার করতেন। সাভারকার কালাপানির শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করেন ১৯২৪ সালের ৬ই জানুয়ারী। এর পর রত্নগিরি হিন্দু সভা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৭ সালে হিন্দু ধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্য তাকে হিন্দু সভার সভাপতি করা হয়। হিন্দু জাতি গঠনের এই প্রচেষ্টা জন্য তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা প্রেমী বীর কে বিভিন্ন ভাবে দমানোর চেষ্টা করেছিলেন নরম প্রন্থীরা, কিন্তু সফল হন নি।

ক্ষ্মলাইফ অফ ব্যারিস্টার সাভারকারক্ষ্ম চিত্রগুপ্ত তার এই বইতে উল্লেখ করলেন, সাভারকার আজন্ম এক সাহসী নায়ক। ফলাফলের তোয়াক্কা না করে তিনি যে কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে পিছপা হতেন না। তিনি ধর্মের নামে দেশ ভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। কোনমতেই চাননি যে দেশ ভাগ হোক। সাভারকার বলতেন, এখানে পূর্বপুরুষ সূত্রেই ভারতীরা এই দেশকে সাধুসন্তদের দেশ এবং ঈশ্বরের দেশ মানে। আর এক অন্য ধর্ম যারা তাদের পয়গম্বর দেশকেই নিজের জন্মভূমি ভাবে। দেশ একটাই ভারতবর্ষ। এখানে যে ধর্মের লোকই হোকনা কেন তাকে এই নিয়ম পালন করতে হবে। এটা চলতে পারে না। তাই তো হিন্দুত্বের সনাতন ধর্মের মূল কথাই তিনি তুলে ধরেছেন তার ভাবধারায়। সাভারকার দেখিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্য ধর্মের প্রতি আনুগত্যতা বেশি। ফ্রান্স সফরে মোদি দেখিয়ে দিলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বিশ্ব মঞ্চে ভারতের এই উত্থান সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশ স্বাধীন করার জন্য আমরণ সংগ্রামী সংকল্পের মাধ্যমে। ভারতবর্ষই বিশ্বকে জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ দেইনি, বিশ্বের কাছে গৌতম বুদ্ধের বাণী শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। বিশ্বের সমস্ত দেশের উচিত বিশ্ব শান্তি স্থাপনের জন্য মোদির প্রচেষ্টাকে স্বার্থক করে তোলা তাহলেই উন্নতর প্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্ববাসীর জন্য এক যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

চর্চাবাসর ৮৩

'কচুরি' (কচুরি) বলতে এক ধরণের পাতাযুক্ত উদ্ভিদকে বোঝায় এবং 'পানা' (পানা) বলতে জলজ, সাধারণত ভাসমান, উদ্ভিদকে বোঝায়। এটি সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। নামটি বাংলা হলেও, উদ্ভিদটি ভারত বা বাংলাদেশের স্থানীয় নয়। এটি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে, বিশেষ করে আমাজন অববাহিকা থেকে উদ্ভূত।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের এসআইআরের কাজের চাপে বিএলওর মৃত্যু মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফের এসআইআরের কাজের চাপে কালিয়াচকের এক বিএলওর মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রাতের পর রাত জেগে এসআইআরের কাজ করতে হয়েছে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত শিক্ষককে। একদিকে পরিবারে স্ত্রীর অসুখে বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি। তার ওপর নিজে বিএলও হয়েও এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা থেকে আবেদন পত্র ফেরত আসে। আর এনিয়েই ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় বৃহস্পতিবার সকালেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ওই বিএলও'র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বিএলওর নাম মহম্মদ আনিকুল আলম (৫৪)। তাঁর বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকায়। তিনি সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৪ নম্বর বুথের বিএলও হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি কালিয়াচক হাইস্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। এই ঘটনার পর মৃত বিএলও'র পরিবারেরকে সমবেদনা জানিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

মৃতের পরিবার জানিয়েছে, ওই শিক্ষকের স্ত্রীর দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত রয়েছেন। তা নিয়ে একটা মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন আনিকুল আলম। পাশাপাশি তাকে বিএলও হিসাবে নিযুক্ত করার পর ওই শিক্ষক ও তার স্ত্রীর ছেলে এসআইআরের শুনানিতে ডাক পড়ে। কারণ, তাদের নামের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি ছিল বলে অভিযোগ। বুধবার ওই ভূতের ৪৪ জনের ফর্ম ফেরত আসে। তার মধ্যে আমার ওই বিএলও আনিকুলেরও ফর্ম ছিল। আর তাতেই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন আনিকুল। এরপরই এদিন সকালেই অসুস্থ হয়ে এই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে।

মৃতের ছেলে মেহেবুব আলম বলেন, 'বুধবার এসআইআরের আবেদনপত্র ফিরে আসার পর থেকেই বাবা অসুস্থ বোধ করছিলেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন। তার আগে রাতের পর রাত বাবাকে জেগে কাজ করতে হয়েছে। এদিন রাত থেকেই বুকের ব্যথা শুরু হয়। সাত সকালেই নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হলে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার জন্য নির্বাচন কমিশনকেই আমরা দায়ী করছি। কারণ, বাড়িতে মা চরম অসুস্থ। সেইসঙ্গে বাড়ির একমাত্র ছেলে আমি এবং বাবাকে থাকি তাই মায়ের সেবা ছিলেন সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাবার ঘাড়ে ছিল। তার ওপর এসআইআর-এর কাজের চাপ যা নিতে পারছিলেন না বাবা। প্রশাসনকে এব্যাপারে আমরা জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের গাছাড়া মনোভাবের জন্য আজকে বাবার মৃত্যুর হল। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

এদিকে কালিয়াচকের বিএলওর মৃত্যুর ঘটনায় আবারও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'আর কত মানুষের মৃত্যু হলে নির্বাচন কমিশন থামবে। একজন শিক্ষক যিনি প্রথম থেকেই পরিবার নিয়ে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। তিনি তো নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও কোনও রকম রেয়াত করা হয়নি। যার দরুন অকালে ওই বিএলওকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আসলে কেন্দ্রের বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই।'

বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। তা বলে নির্বাচন কমিশনার ওপর দায়ভার চাপিয়ে দিলে হবে না। তৃণমূল সব ব্যাপার নিয়েই মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমরাই পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি।' যদি এপ্রসঙ্গে মালদার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শহর দুর্গাপুরে ধসের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আবারও রাস্তার ধারে ধস, আতঙ্কে এলাকাবাসী। দুর্গাপুর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কনিষ্ক মোড়ে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা যাওয়ার প্রধান সড়কের পাশে হঠাৎ ধস নামায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি ছোট গর্ত দ্রুত বড় আকার ধারণ করে এবং রাস্তার অংশ বসে যেতে শুরু করে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন ও ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। উল্লেখ্য, এর আগেও সেকেন্ডারি মোড় এবং সিআরাঞ্জাস, কনিষ্ক সংলগ্ন এলাকায় বড় ধসের ঘটনা ঘটেছিল। ফলে নতুন করে ধস নামায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার পুলিশ এবং ইস্পাত সংস্থার আধিকারিকরা। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর পথচারী ও যানবাহনের নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা এলাকাটি কর্ডন করে ঘিরে ফেলা হয়। যদিও এই ঘটনায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, তবুও বারবার এই ধরনের ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা না করলে ভবিষ্যতে বড় বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

জিতেন্দ্রকে দেখে দরজা বন্ধ করে অভিনব প্রতিবাদ পাণ্ডবেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: 'গ্রামের মানুষ যার ভয়ে ভীত হয়ে দরজা খুলতে ভয় পেলেন। চন্দ্রডাঙা গ্রামে গিয়ে আমাকে বলল কিনা আমি গব্বর সিং। আমি তো চন্দ্রডাঙা গ্রামে যাইনি। আসলে চন্দ্রডাঙা গ্রামের মানুষ যারা পাঁচ বছর পর হঠাৎ অচেনা অজানা একটা লোককে আর তার কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গকে দেখে বাস্তবে ভেবেছিল বহিরাগত কেউ তাই ভয়ে দরজা খোলেনি' পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এভাবেই বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির নাম না-করে তাঁকে কটাক্ষ করলেন।

দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের চন্দ্রডাঙ্গা গ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচিতে যান বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। কিন্তু চন্দ্রডাঙ্গা গ্রামের মানুষেরা বাড়ির সদর দরজা বন্ধ রাখেন। তা দেখে জিতেন্দ্র তিওয়ারি ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন,'গ্রামের মানুষকে ভয় দেখিয়ে আতঙ্কে পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এই কাজ করছেন নরেন। আসলে শোলে সিনেমার গব্বর সিং হল নরেন। কোনও বাচ্চা যদি দুধ খেতে না-চায় তাহলে তার মা বলে, পিলে বেটা নাহিতো নরেন আ জায়েগা।' বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেন, 'যাকে দেখে গ্রামের মানুষ ভয়ে দরজা খুললেন না তিনিই তো গব্বর সিং। শীঘ্রই আমি সস্ত্রীক ওই গ্রামে যাব সন্তোষী মায়ের পুজো দিতে।' জিতেন্দ্রকে কটাক্ষ করে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'জিতেন্দ্রবাবু আপনার নিমন্ত্রণ রইল দেখবেন সেদিন আমার ওই গ্রামে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল বর্ষা হবে।'

পঁচিশে পা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: ২৫ বছরে পদার্পণ করল সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থা। সম্প্রতি রজত জয়ন্তী বর্ষের প্রথম পর্বের সূচনা হল সিউড়ি রবীন্দ্র সদন থেকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের স্টেক গার্ডেন পর্যন্ত পদযাত্রার মাধ্যমে। সংস্থার রজত জয়ন্তী বর্ষের প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট পটশিল্পী লালটু পটুয়া। সিউড়ির দুই পদ্মশ্রী প্রাপক তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় এবং লোকশিল্পী রতন কাহারকে সম্মাননা জানানো হয় এই অনুষ্ঠানে। ইয়ং নাট্য সংস্থার পক্ষে নির্মল হাজরা বলেন, 'নাট্যযাপনের দীর্ঘ দিনের যাত্রাপথে ২৫ বছরের মাইলস্টোন অতিক্রম করতে ভালো লাগছে। তবে আরও নবীন কিছু প্রতিভাকে সামনের দিকে তুলে নিয়ে আসাই আমাদের ব্রত।'

যুবমোর্চার নতুন সভাপতিকে নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলায় দলের যুব সংগঠনের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার নিয়েছে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে যে সব জায়গায় বিজেপি ভালো ফল করবে বলে মনে করছে, তার মধ্যে অন্যতম হুগলি জেলা। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার নবনিযুক্ত যুবমোর্চা সভাপতিকে নিয়ে দলের অসন্তোষ একেবারে প্রকাশ্যে চলে এসেছে। চুঁচুড়ায় জেলা অফিসে বিজেপি কর্মীদের সেই কোন্দলের ভিডিয়ো (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন') সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই অস্বস্তিতে পড়েছে গেরুয়া শিবির। ভাইরাল ভিডিয়োতে কিছু বিজেপি কর্মীকে উত্তেজিত ভাবে বলতে শোনা যায়, 'আমরা কেন মানব? মার খেয়েছি। সব সেটিং হয়ে গেল। এ সব চলবে না।' চিৎকার চেঁচামেচির জেরে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, বিজেপি নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

সম্প্রতি হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি করা হয়েছে চন্দননগরের বাসিন্দা সোমবুদ্ধ দত্তকে। তিনি আগে তৃণমূলের ছাত্রনেতা ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বানের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁকেই এবার দলের যুব সংগঠনের দায়িত্ব সঁপা হয়েছে। আর তা নিয়েই আপত্তি তুলেছেন দলের পুরনো কর্মীরা। চন্দননগরের এক বিজেপি নেত্রী সোমবুদ্ধের পক্ষ নেওয়ায় তাঁকেও হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

দলের হুগলি জেলার সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সাধুখাঁ বলেন, 'যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে, সেটা আমাদের সাংগঠনিক বিষয়। আমাদের জেলা সভাপতি, রাজ্য সভাপতিরা আছেন। ওঁরা বিষয়টি দেখবেন। বাড়িতে পাঁচটা ভাই থাকলে, একজনকে কিছু বেশি দিলে অন্য ভাইরা বলে, কেন কম দিলে।' সোমবুদ্ধ দত্ত বলেন, 'যে সময়ে ছাত্র রাজনীতি করেছি, সেটা অতীত। এখন বিজেপি আমার দল। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, সেটাই পালন করব। নতুন ছেলে তুলে আনব।'

যুবমোর্চার নতুন সভাপতি নিয়োগ নিয়ে হুগলি জেলা বিজেপির সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমার কাছে এখনও পর্যন্ত দল থেকে এরকম নির্দেশ আসেনি। আমি জানিও না, কে যুব সভাপতি হয়েছেন।' জেলা সভাপতি না জানলেও বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে নবনিযুক্ত যুব সভাপতিদের নাম ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। হুগলি সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির কোন্দল অবশ্য কোনও নতুন ঘটনা নয়। দিনকয়েক আগে দলের এক নেতাকে জেলা অফিসেই মারধরের অভিযোগ উঠেছিল।

পানীয়ের অভাবে সেচের জল পান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: দু'মাস ধরে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহক বন্ধ থাকায় জমির সেচের জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন চন্দ্রকোনা দুই ব্লকের ভোটাখালি গ্রামের বাসিন্দারা। পানীয় জলের এই সংকটে কেউ এগিয়ে না-আসায় প্রশাসনের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ গ্রামের ব্রাহ্মণকোলা পাড়ার ৬০টি পরিবার। গত এতদিন সরকারি সজল ধারা প্রকল্পে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছত। দু' মাস আগে পাম্পটি ভেঙে যাওয়ায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পানীয় জলের সমস্যার সম্মুখীন এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধিদের জানানোর পরেও পাম্পটি সারানোর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এরফলে দীর্ঘদিন ধরে জমির সংকীর্ণ পথ দিয়ে কেশপুর থানা এলাকায় গিয়ে পান করার জন্য কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। পঞ্চায়েতে জয়ী তৃণমূল নেতৃত্ব কিছুই করছে না বলেও তাদের অভিযোগ। এলাকার তৃণমূল নেতা অসীম হাজরা ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেছেন, বিষয়টি স্থানীয়ভাবে আগে তাদের জানানো হয়নি। পরে জানার পর তিনি এলাকাবাসীদের আশ্বাস দিয়েছেন, প্রশাসনের সাথে কথা বলে শীঘ্রই পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

স্কুলে ঢুকে দাদাগিরি, বিধায়কের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুলে ক্লাস চলাকালীন ক্লাসরুমে অনুমতিবিহীন ভাবে ঢুকে শিক্ষকের সঙ্গে বাগবিতন্ডার ঘটনায় এবার বিধায়কের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ইন্দাসের কুশমুড়ি হাইস্কুলে ঢুকে স্কুলের ক্লাসরুমে অনুমতিবিহীন ভাবে প্রবেশ করে এক শিক্ষকের সঙ্গে বাগবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মলকুমার ধাড়া। ঘটনা নিয়ে রাজ্যজুড়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। এরপরই স্কুলের পরিচালন সমিতি তড়িঘড়ি বৈঠক করে বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেয়। বুধবার রাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ইন্দাস থানায় বিধায়কের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ দায়েরের ঘটনা ঘিরে ফের তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

গত মঙ্গলবার দুপুরে ক্লাস চলাকালীন আচমকাই ইন্দাস ব্লকের কুশমুড়ি হাইস্কুলে হাজির হন ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মলকুমার ধাড়া। স্কুলের দোতলায় উঠে সটান বিধায়ক হাজির হন অষ্টম শ্রেণির ক্লাসে। ওই ক্লাসে তখন গোলকবিহারি বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছিলেন। সেই সময় ওই বিধায়ক আচমকাই ক্লাসে ঢুকে ক্লাসরুমের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শিক্ষকের সঙ্গে বাগবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। ক্লাসরুমে পড়ুয়াদের সামনেই বিধায়ক শিক্ষককে অসম্মানজনক কথাবার্তা বলেন বলে অভিযোগ। বিধায়কের এই আচরণে স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি স্কুলের পড়ুয়ারা ভীত হয়ে পড়েন এই অভিযোগ তুলে স্কুল কর্তৃপক্ষ সরাসরি ইন্দাস থানায় হাজির হয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, বিধায়কের আচরণে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে তৈরি হওয়া ভীতি কাটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক নির্মল ধাড়ার দাবি, সমাজের কাজ করতে গেলে সমালোচনা হবেই। তাঁর পালটা প্রশ্ন, বিধায়ক হিসাবে স্কুল পরিদর্শন করা কি তাঁর অপরাধ? অনুমতিবিহীন ভাবে এভাবে ক্লাসরুমে প্রবেশের ঘটনায় বিধায়কের কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে পুণ্যভূমি কামারপুকুরে ভক্তিস্রোত

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

পুণ্যভূমি যেন ভোরের আলো ফোটার আগেই বৃহস্পতিবার ভক্তির সাগরে পরিণত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৯১তম আবির্ভাব তিথিতে সকাল থেকেই উপচে পড়ে ভক্তসমাগম। ভোর সাড়ে চারটেয় মঙ্গল-আরতির মধ্য দিয়ে সূচনা হয় দিনব্যাপী মহোৎসবের। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আর ভক্তিমূলক সংগীতে মুখর হয়ে ওঠে সমগ্র এলাকা। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জন্মভিটে; মাটির সেই ঐতিহ্যবাহী বসতবাটিতে সকাল থেকেই শুরু হয় বিশেষ পূজার্চনা। ফুল, মালা ও আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে সমগ্র প্রাঙ্গণ। দেশ-বিদেশ থেকে আগত অসংখ্য ভক্ত ভক্তিভরে প্রণাম জানাতে ভিড় জমান এই তীর্থভূমিতে। অনেকেই গভীর আবেগে স্মরণ করেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের শৈশবলীলা ও তাঁর সর্বজনীন ধর্মমতের বাণী।

এদিন সকালেই এক বর্ণাঢ্য ও সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি গোটা কামারপুকুর পরিক্রমা করে। হাতে পতাকা, ব্যানার ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সুরে মুখরিত পরিবেশে পদযাত্রায় সামিল হন মঠের সন্ন্যাসীরাও। তাঁদের সঙ্গে পা মেলান আশপাশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা। ছোটদের কণ্ঠে 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ' ধ্বনি যেন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ভক্তদের চোখে-মুখে ছিল এক অপার শান্তি ও ভক্তিভাব। অনেকেই জানান, এই দিনটি তাঁদের কাছে শুধু উৎসব নয়, আত্মিক জাগরণের এক বিশেষ মুহূর্ত।

কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ লোকোত্তরানন্দজি মহারাজ বলেন,'ভগবান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ১৯১তম জন্মতিথি ও উৎসব পালন করছি কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। আমাদের চারদিনের উৎসব। সকালবেলা মঙ্গলারতি দিয়ে পুজোপাঠ শুরু হয়। তারপর বেদপাঠ থেকে শুরু করে হোমযজ্ঞ হয়েছে এবং চণ্ডীপাঠ হয়েছে। শোভাযাত্রা হয়েছে। তিনি মানুষের পূজা করে গেছেন। ঠাকুরের জীবন আমাদের শিখিয়েছে সর্বধর্মসমন্বয়ের পথ। তাঁর জন্মতিথি কেবল স্মরণ নয়, তাঁর আদর্শকে জীবনে ধারণ করার দিন।' তিনি আরও বলেন, বর্তমান সমাজে মানবিকতা ও সহনশীলতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও দুই জন পুণ্যার্থী তাঁদের

অনুভূতি ব্যক্ত করে জানান, কামারপুকুরে এসে তাঁরা এক গভীর আধ্যাত্মিক শক্তির স্পর্শ অনুভব করেন। তাঁদের কথায়, 'এই পবিত্র ভূমিতে পা রাখলেই মন প্রশান্ত হয়ে যায়। মনে হয় যেন ঠাকুরের করুণাধারা আজও একইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।' এদিন দিনভর চলে বিশেষ পূজা, ধর্মসভা ও প্রসাদ বিতরণ। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থা। ১৯১তম জন্মতিথির এই মহোৎসবে আবারও প্রমাণিত হল, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, সমানভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক। পুণ্যভূমি কামারপুকুর আজও ভেসে চলে এক অনির্বচনীয় ভক্তিস্রোতে।

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লি.

ACRE

ইউনিট নং ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস, প্লট নং সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বই : ৪০০ ০৫১

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে দাবি নোটিশ

ACRE-ARC সারফেসি আইনের ধারা ৫ এর বিধান অনুসারে ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণ আর্থিক সম্পদ এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজগুলি অ্যাসাইনের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেছে। ঋণের উক্ত অধিগ্রহণের ফলে, ACRE-ARC আর্থিক সম্পদ এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করেছে, ACRE-ARC ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে অ্যাসাইনারের ভূমিকা পা রেখেছে এবং ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে বকেয়া পাওনা আদায় এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি সুদ কার্যকর করার অধিকারী।

লোন এ/সি নং	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্ট ফোলিও	এসিআরই-এর নিযুক্তির তারিখ	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ এবং পরিমাণ
410HSL10008418 এবং 410STY10008857 এবং 410FNWFP645497	ট্রাস্ট ১৭৮	বাজাজ হাউজিং অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড	২৩.০৯.২০২৫	পরাগ চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা) মিনতি চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা) দেবযানী চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা) অরিজিৎ চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৬ ফেব্রুয়ারি -২০২৬ এবং ৬৫২৪১৯৫.৪৬ টাকা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা তদস্থিত নির্মাণ অংশ দাগ নং ৩১২৩। খতিয়ান নং ১২০২, জেএল নং ৪, মৌজা : চানক, থানা টিটাগড়, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫৫ (৩৩/২/বি) (ট্যাক্স নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৫ (ট্যাক্স নথি অনুযায়ী) বারাকপুর পুরসভা অধীন চৌহদ্দি আইনি নথি অনুযায়ী উত্তরে : মায়ারানি মান্না। পূর্বে : কালু হাজরা। দক্ষিণে : সরস্বতী সাহা। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

লোন এ/সি নং	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্ট ফোলিও	এসিআরই-এর নিযুক্তির তারিখ	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ এবং পরিমাণ
H410HLD1257783 এবং H410HLT1260130	ট্রাস্ট ১৭৮	বাজাজ হাউজিং অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড	২৩.০৯.২০২৫	কার্তিক মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) দেবযানী সিকদার (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৬ ফেব্রুয়ারি -২০২৬ এবং ২১৬৪৮৩২ টাকা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : - প্রথম তপশিল সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা-অর্জুনপুর, জেএল নং ৭, তৌজি নং ১৮১ এবং ১৫১৩, আরএস নং ১৬০, সিএস দাগ নং ৫১৫ এবং ৫১৯, আরএস দাগ নং ৬২২/৯৯৯, এলআর দাগ নং ৮৫৭, সিএস খতিয়ান নং ১১৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৪, এলআর খতিয়ান নং ১৮০৩/১, স্থানীয় ওয়ার্ড নং ২২(পুরানো) ২৪ (নতুন) রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা পুরসভা হোল্ডিং নং আরজিএম/২২/১৪৮০ (পুরানো)। আরজিএম/২৪/২১১ (নতুন) দক্ষিণ অর্জুনপুর, দেশবন্ধুনগর, প্রেমিসেস নং এবি-৮/৫০, দেশবন্ধুনগর, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অধিক্ষেত্র অধীন, পূর্বতন বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), রাজারহাট, থানা : রাজারহাট (পুরানো) বাগুইআটি (নতুন) জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৫৯, চৌহদ্দি : উত্তরে জমি চিহ্নিত প্লট নং ১৫, দক্ষিণে : জমি চিহ্নিতকরণ প্লট নং ১৫। পূর্বে সম্পত্তি দাগ নং ৮৫৭। পশ্চিমে : দেশবন্ধু নগর রোড, দ্বিতীয় তপশিল- সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ দায়মুক্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, তিনতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮০ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক বাথ এবং প্রিভি, এক ডব্লুসি এবং এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে যথাযথভাবে নির্মিত প্রেমিসেস প্রথম তপশিল মতে লিখিত অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি প্রথম তপশিল অনুযায়ী সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দকলের অধিকার সহ।

লোন এ/সি নং	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্ট ফোলিও	এসিআরই-এর নিযুক্তির তারিখ	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ এবং পরিমাণ
২৭০০০০০১৩৬০ এবং ২৭০০০০০১৮৮৫	ট্রাস্ট ১৭৪	পিরামল ফিনান্স লিমিটেড	২৩.০৯.২০২৫	শ্রী বাবলু মাল (ঋণগ্রহীতা, সুভদ্রা মাল (সহ ঋণগ্রহীতা)	০৬ ফেব্রুয়ারি -২০২৬ এবং ২৭৪১২৮২.৪৭ টাকা ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ১০ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত অ্যাসবেস্টস শেড নির্মাণ, পরিমাপ আনুমানিক ৩২০ বর্গফুট , মৌজা- রামজীবনপুর, জেএল নং ৩৪, আরএস নং ২৪০, তৌজি নং ১৪, আরএস দাগ নং ৩২১, এলআর দাগ নং ৩৫৪, আরএস খতিয়ান নং ৬২/১, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৬২, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭১, রাম জীবনপুর, থানা বেহালা, ওয়ার্ড নং ১৪২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : দক্ষিণে : জমি আরএস দাগ নং৩২২। পূর্বে জমি আরএস দাগ নং ৩২১। পশ্চিমে জমি আরএস দাগ নং ৩২০।

লোন এ/সি নং	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্ট ফোলিও	এসিআরই-এর নিযুক্তির তারিখ	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ এবং পরিমাণ
১৯৪৭৫৭৮০	ট্রাস্ট ১৫৮	আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (আইডিএফসি)	১৯.০৬.২০২৫	আলিলুর রহমান মোল্লা (ঋণগ্রহীতা), নীলুফা ইয়াসমিন (সহ ঋণগ্রহীতা)	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এবং ৩৯,৩৫,০১৪.৫৯ টাকা ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ২৮ ডেসিমেল কমবেশি অংশ এলআর দাগ নং ২২৭, এলআর খতিয়ান নং ৭৩১/১, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১২৪৬, জেএল নং ২৪, তৌজি নং ২৩, মৌজা -মালঞ্চ আবাদ, থানা মীনাখা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, মীনাখা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিনকোড - ৭৪৩৪৪২ এবং তদস্থিত দোতলা ভবন/নির্মাণ ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ১৪৭৭ বর্গফুট (একতলা ৬৯০ বর্গফুট এবং দোতলা ৭৮৭ বর্গফুট) চৌহদ্দি : উত্তরে মালিকের প্লট। দক্ষিণে : বাসন্তি হাইওয়ে রোড। পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি। পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ এবং রবীন দাসের ভবন।

বিকল্প নোটিশ প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/বা তাদের জামিনদাতা (যেখানে প্রযোজ্য) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যদি না হয়, তাহলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত থাকুন যে, উক্ত নোটিশটি ধারা ১৩(১৩) এর অধীনেও রয়েছে যেখানে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের জানানো হয়েছে যে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি/লিজ/হস্তান্তর করা উচিত নয়।

তারিখ : ২০.০২.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লি.

PUBLIC NOTICE

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স পি.এস. লজিস্টিক পার্ক এলএলপি- কে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (WBSEIAA) এর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বালি জগাছা ব্লকের অন্তর্গত, উনসানি মৌজার, জে.এল. নং ১১০, কোনা এক্সপ্রেসওয়ের নিকটবর্তী, হাওড়া ৭১১১০১, এলাকায় প্রস্তাবিত লজিস্টিক পার্ক স্থাপন প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র, ইসি শনাক্তকরণ নম্বর EC২৫C৩৮০৫WB৫৮০৪৬২১N অনুসারে ১৬.০২.২০২৬ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ছাড়পত্রের অনুলিপি MoEF&CC-এর PARIVESH পোর্টালে উপলব্ধ রয়েছে।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে আহ্বান জানায়। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ -এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদাগণের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী অনিন্দ্যময় প্রামাণিক এবং শ্রীমতী পূর্ণিমা প্রামাণিক	ক) ৪০,১১,৪৫৭.৮৪/- টাকা, ২৪-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং PHR021311138424 -এর অধীনে বকেয়া (এই অংকের মধ্যে ২৪-১০-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) খ) ২৮.১০.২০২৫ গ) ১৯.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পদের বিবরণ

মৌজা - ভাতবাঁধ, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৭৬, দাগ নং ৪৯৩৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১২৪৫/এ, মিশন রোড, নিমধিয়ার, থানা - পুরুলিয়া, ওয়ার্ড নং ৫, পুরুলিয়া পৌরসভার অধীনে, এ.ডি.এস.আর.ও. - পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১০১ -এ অবস্থিত দুই তলা ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** ভারতী মাহাতোর জমি; **দক্ষিণে-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্বে-** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; **পশ্চিমে-** সুসময় রক্ষিতের সম্পত্তি।

তারিখ: ২০.০২.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯, যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২
ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি মেঘা ই-নিলামের তারিখ ২৫.০৩.২০২৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের (গণ) কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতা, দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার কার্যকরী দখল দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেডের পাওনা আদায়ের জন্য ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখা

ক্রম নং ১). ১) মেসার্স সাহা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী - শ্রী তাপস কুমার সাহা, ৪১৩ (৪৯), বিধান পল্লী, পাটনা স্কুল রোড, নিমতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৪৯ **এবং আরও** ১১০, উত্তর স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দা, কলকাতা-৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ **(২) শ্রীমতী মৈত্রী সাহা (দাস)** (জামিনদার), ১১০, উত্তর স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দা, কলকাতা-৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট পাওনা ৩১.০১.২০২৬ তারিখে ৬,৩২,৪৮,৬০৯.৪৯ টাকা** (ছয় কোটি বত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শ নয় টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) এবং আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ।

ক্রম নং. ২). (১) শ্রী তাপস কুমার সাহা (ঋণগ্রহীতা), ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দা, কলকাতা-৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ **(২) শ্রীমতী মৈত্রী সাহা (দাস) (জামিনদার),** ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দা, কলকাতা-৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট পাওনা ২২.০১.২০২৬ তারিখে ১,০৮,৬৭,৭৫৮.৮১ টাকা** (এক কোটি আট লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশ আটান্ন টাকা এবং একাশি পয়সা) অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, ২ কাঠা ৫ ছটাক কমবেশি তদস্থিত একতলা ভবন অবস্থিত পরিমাপ আনুমানিক ১০৫০ বর্গফুট, মৌজা- তারাপুকুরিয়া, জেএল নং ১২, আরএস নং ২৭, তৌজি নং ১৭৮, সিএস খতিয়ান নং ১, ।ারএস খতিয়ান নং ৬৬২, আরএস দাগ নং ৫৯১, হোল্ডিং নং ১১০, উত্তর স্টেশন রোড, ওয়ার্ড নং ৮, পানিহাটি পুরসভা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি শ্রীমতি মৈত্রী সাহা এবং শ্রী তাপস কুমার সাহা এর নামে।

(এনএ৫৯৬৬০) (উক্ত সম্পত্তি ক্রম ১ এর নিকট বন্ধকদত্ত) (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ৪৪, ০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৪,৪০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

দফা নং ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক ভবন -২ কাঠা ৮ ছটাক জমি , ২য়তল, পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট কমবেশি, ৩য়তল পরিমাপ ১০০০ বর্গ ফুট কমবেশি, হোল্ডিং নং ৪১৩ (৪৯), জেএল নং ১,আরএস নং ১০৬, তৌজি নং ১৭২, আরএস খতিয়ান নং ২২৬, আরএস দাগ নং ২২৮/২২৬, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তর দম দম পুরসভা, মৌজা- পাটনা গ্রাম, পাটনা রোড, নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০৪৯, সম্পত্তি শ্রী তাপস কুমার সাহা এবং শ্রীমতি মৈত্রী সাহা (দাস) এর নামে।

(এনএ ৫৯৭৭০(উক্ত সম্পত্তি ক্রম নং ১ এবং ক্রম ২ এর নিকট বন্ধকদত্ত) (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ৬১, ০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৬,১০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

ক্রম নং. ৩). ১) শ্রী সাধন চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা), এফএল-কে, ৬ষ্ঠ তল, ৭/১, ব্লক এ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৫ **মোট পাওনা ৩১.০১.২০২৬ তারিখে মোট পাওনা ৮৬,০১,৩৪২.১৫ টাকা** (ছিয়াশি লক্ষ এক হাজার তিনশ বিয়াল্লিশ টাকা এবং পনের পনের পয়সা) এবং আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর ব্যয়।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক সম্পত্তি পরিমাপ ১৩২ বর্গফুট দোকান নং ৫, প্রেমিসেস নং ১৬, হোল্ডিং নং ৪৩/৮ (পুরানা ২৮), বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক- এ, জেএল নং ৩২/২০, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯, সিএস প্লট নং ১২৫৮-সিএস খতিয়ান নং ৮২৯ এবং ৮২৩ এবং ১৮৭,মৌজা শ্যামনগর, এডিএসআরও বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা -৭০০০৫৫, সম্পত্তি শ্রী সাধন চক্রবর্তীর নামে।

এনএ৭৬৩৬২ (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ১২, ১৫,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ১,২১,৫০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

দফা নং ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের সম্পত্তি পরিমাপ ৮০৯.১৮ বর্গফুট ফ্ল্যাট ২কে, ৬ষ্ঠতলে, প্রেমিসেস নং পি-৭/১, ব্লক এ, বাঙ্গুর এভিনিউ, জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯, সিএস প্লট নং (দাগ) ১২৫৭,খতিয়ান নং ৮৮ এবং ৮৯, দক্ষিণ দম দম পুরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী সাধন চক্রবর্তীর নামে।

এনএ৭৬৩৬৫ (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ৮, ০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৮০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

ঘোষপাড়া শাখা

ক্রম নং ৪. ১) শ্রী অজয় দাস (ঋণগ্রহীতা), পিতা প্রয়াত কানাই দাস, ডি সি নিয়োগি রোড, পশ্চিম নিশিন্দা, ঘোষপাড়া, নিশিন্দা, হাওড়া-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রীমতী ঝুমা দাস (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী অজয় দাস, ডি সি নিয়োগি রোড, পশ্চিম নিশিন্দা, ঘোষপাড়া, নিশিন্দা, হাওড়া-৭১১২২৭। **মোট পাওনা ০৫.০২.২০২৬ তারিখে মোট পাওনা ১৫,৫২,৫৪৫.৬৬ টাকা** (পনের লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশ পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) এবং আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ এবং এরিয়া আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, দুই ব্যালকনি,এক কিচেন, এক বাথরুম এবং প্রিভি এবং টাইলস এর মেঝে, সকল বৈদ্যুতিক এবং শৌচালয় ওয়ারিং এবং ফিটিংস, অবস্থিত ৫মতলে, ভবনের ফ্ল্যাট নং ৪০৩, অবস্থিত মৌজা বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬৯৫৬/২১২৯৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৫৯৮, থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা হাওড়া, সম্পত্তি যৌথভাবে শ্রী অজয় দাস এবং শ্রীমতি ঝুমা দাস এর নামে।

এনএ১১৭৯০৪ (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ১৯,০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ১,৯০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	সকল কাজের দিন - **২০.০২.২০২৬ থেকে ২৪.০৩.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ ২৪.০৩.২০২৬ সময় : বিকেল ৫টা।**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে ২৫.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে, বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	**অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড : KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি-সারফেসি) ই-অকশন প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম।**
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	শ্রী সমীর ঘোষ (ফোন - ৬৩৮২৩৭৩৬৮২) শ্রী অমরেন্দ্র কুমার (ফোন - ৮৩৩৬৯৭২৮৫৪) শ্রী তারকেশ্বর প্রসাদ (ফোন - ৮৩৩৬৯৭২৮৫২)

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক https://www.kvb.bank.in/property-under-auction/ দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল https://bankauctions.in দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ১৯.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

এসআইআরের নামে মৃত্যুর হিসাব-নিকাশ মানুষ নির্বাচনে দেবে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার মুচিপাড়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমিপুজোর আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। হাসপাতাল প্রকল্পের পক্ষ থেকে কল্পনা ইনের কর্ণধার হিরন্ময় দাস জানান, প্রস্তাবিত হাসপাতালটি মোট সাড়ে ৬০০ বেডের হবে। প্রথম পর্যায়ে ২০০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করতে এদিন আনুষ্ঠানিক ভূমি পূজো সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নতুন এই স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে উঠলে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন বলে উদ্যোক্তাদের আশা। অন্যদিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে পড়েছে। সব রকম সুবিধা মিলছে না। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ বাড়ছে। বিজেপির

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, 'নির্বাচনের পর ৫৬ জন তাদের কর্মী খুন হয়েছে ২৭ জন গণধর্ষিতা হয়েছে সিবিআই তদন্ত হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের সহযোগিতা তো দূরের কথা অসহযোগিতারও ওপরে। সুতরাং সিবিআই ইডির ক্ষেত্রে যা হচ্ছে এনআইএর ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। জন্মের আগেই বার্থ সার্টিফিকেট এটাই তো এগিয়ে বাংলা। ৪২ বছরের দাদু আর ২২ বছরের নাতি। মহাভারতে একজন ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন আমাদের ভোটার লিস্টে সাত জন ধৃতরাষ্ট্র। এদের খুঁজে বের করে পুরস্কার দেওয়া হোক পদ্মশ্রী পদ্মবিভূষণ কিছু একটা দেওয়া হোক। এসআইআরের নামে মৃত্যু নিয়ে সমস্ত মৃত্যুর হিসাব-নিকাশ মানুষ নির্বাচনে দেবে।'

তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে বলেছি আমাদের থেকে সাত নম্বর ফর্ম তুলে নেওয়া হয়েছে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেই অভিযোগগুলো নিতে হবে ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যে যে অব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তা পরিকল্পিত ভাবে তৃণমূল করেছে। বিএলএ টু-র সিগনেচার নকল করে যে ভোটার জীবিত আছেন একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক সই করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাই বোনের বিয়ে হয়েছে বাবার নাম এক। তাও আপলোড হয়েছে। রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন সিপিএমের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ সংগঠনকে সরিয়ে দুর্বল তৃণমূলকে নিয়ে এসেছে।'

এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যের অব্যবস্থা নিয়ে তিনি নানান অভিযোগ তোলেন। বেসরকারি হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে সেই বিষয়েও তুলে ধরেন।

হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে যোগ দিয়ে বিতর্কে বিজেপির রাজ্য সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ধর্ষণ কেসের অভিযোগে তিহার জেল খেটেছিলেন তিন মাস। দুর্গাপুরের মুচিপাড়ার সেই মার্বেল ও হোটেল ব্যবসায়ী হিরন্ময় দাসের হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে যোগ দিয়ে বিতর্কের মুখে পড়লেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

এই হিরন্ময় দাসের নামে রয়েছে জলাভূমি ভরাট এবং সরকারি জমি দখলেরও অভিযোগ। ২০২২ সালে দিল্লির নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল হিরন্ময় দাসের বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল দিল্লি পুলিশ। ধর্ষণের অভিযোগের তার তিন মাসের জেলও হয়েছিল, যদিও অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি বেকসুর খালাস পান বলে জানান হিরন্ময়বাবু।

দুর্গাপুরের মুচিপাড়ায় রয়েছে তাঁর বিশাল মার্বেলের দোকান ও হোটেল। তিনি সেইখানেই গড়ে তুলছেন একটি বেসরকারি হাসপাতাল। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই প্রমুখ। উল্লেখ্য ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের আগে কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তারপরেই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। ফের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ধর্ষণের অভিযুক্ত হিরন্ময় দাসের বিজেপিতে যোগ দেওয়াকে ঘিরে আবারও উঠল প্রশ্ন। যদিও শমীক ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের উত্তরে বলেন, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি উত্তর দিতে পারবেন। দেশে আইন আছে আইনের শাসন আছে। আপনাদের কোনও অভিযোগ থাকলে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। যদিও মার্বেল ব্যবসায়ী হিরন্ময় দাস দাবি করেন, 'আমাকে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে ফাঁসানো হয়েছিল। মাসখানেক আগে আদালত আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করে মুক্তি দেয়।'

IndusInd Bank

আঞ্চলিক অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩(১) এর অধীনে) আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, যেহেতু তারা ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেড (পরবর্তীতে 'আইবিএল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই তাদের ঋণ অ্যাকাউন্টটি আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে **০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের খাতায় নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এরপর, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৭-০১-২০২৬ তারিখে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেসি অ্যাক্ট) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে দাবি নোটিশ জারি করেছেন, যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের শেষ পরিচিত ঠিকানায় **৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের বকেয়া ১৯,৫৭,৩৩৪.৩৪ টাকা (উনিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশ চৌত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা)** এবং ১ জানুয়ারী ২০২৬ থেকে আরও খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ অতিরিক্ত সুদ পরিশোধের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

আইবিএল এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আইবিএল-কে পরিশোধ করতে হবে, যদি না করা হয়, তাহলে আইবিএল নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ করতে পারবে, যার মধ্যে রয়েছে, তবে সীমাবদ্ধ নয়, নীচে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়া এবং বিক্রি করা, সম্পূর্ণরূপে ঋণগ্রহীতাদের নিজস্ব ঝুঁকিতে, খরচ এবং পরিণতি সম্পর্কে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুসারে, ঋণগ্রহীতাদের ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ। ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা উক্ত ধারার যেকোনো লঙ্ঘনের জন্য সারফেসি আইনের ধারা ২৯ এবং/বা এই বিষয়ে অন্য কোনও আইনি বিধানের অধীনে নির্ধারিত শাস্তিমূলক বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) অনুসারে, যদি আইবিএল এর সকল খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আইবিএল এর পাওনা বিক্রয় বা হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত তারিখের আগে যেকোনো সময় আইবিএল এর কাছে জমা দেওয়া হয়, তাহলে সুরক্ষিত সম্পদ আইবিএল দ্বারা বিক্রি বা হস্তান্তর করা হবে না এবং আইবিএল দ্বারা সেই সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

ঋণগ্রহীতাদের নাম এবং ঠিকানা

১. মেঘনা শাহ (ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) ডি ৮১, লর্ড কৃষ্ণ রোড, ৩য় তল, আদর্শ নগর, উত্তর পশ্চিম দিল্লি, দিল্লি - ১১০০৩৩	**এছাড়াও** **মেঘনা শাহ** (ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এ১, ইউনিট নং ৬, ১ম তল, পোদ্দার বিহার, ১৩৭, ভিআইপি রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫২
২. মেসার্স প্রেমজি (কর্পোরেট জামিনদাতা) এ১, ইউনিট নং ৬, ১ম তল, পোদ্দার বিহার, ১৩৭, ভিআইপি রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫২	
৩. ধীরেন্দ্র কুমার সিং (জামিনদাতা) এ১, ইউনিট নং ৬, ১ম তল, পোদ্দার বিহার, ১৩৭, ভিআইপি রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫২	**এছাড়াও** **ধীরেন্দ্র কুমার সিং (জামিনদাতা)** ৪২ সৎচাষি পাড়া রোড, কাশীপুর, কলকাতা- ৭০০০০২
৪. শ্রীমতী মিনা গুপ্তা (জামিনদাতা) এ১, ইউনিট নং ৬, ১ম তল, পোদ্দার বিহার, ১৩৭, ভিআইপি রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫২	**এছাড়াও** **শ্রীমতী মিনা গুপ্তা (জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৩ই, লবি-১, ব্লক-জে, ১৬৯ এনএসসি বোস রোড, রাজপুর, সোনারপুর(এম), পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১০৩

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

প্রাথমিক জামিন : প্রথম এবং সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা তালিকা এবং বুক ডেটস। জামিনের শর্তাদি : সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা মজুত এবং সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার।

সমপরিমাণ জামিন : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট নং ০০৬ পরিমাপ আনুমানিক ৮৪৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় ভবনের নং এ১ হাউসিং কমপ্লেক্স নাম এবং পরিচিত "পোদ্দার বিহার" নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক ২.৬৪ একর অংশ সিএস দাগ নং ২৩২, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৩, ২৩৫ এবং ৪৪৪, আরএস দাগ নং ২৪৭, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮২, ৪৭২, ৪৭৯, ৪৮০, ২৮৪ এবং ৪৭১, খতিয়ান নং ২৭৯, ২৮০, ১৭১, ২৪৭ এবং ২৩৫, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৩, ১৬৩, ১৬৪ এবং ১৭২, মৌজা- মন্ডল গাঁথি, থানা : রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৩৭, ভি আই পি রোড, কৈখালি, কলকাতা- ৭০০০৫২,পুরসভা ওয়ার্ড নং ১২, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা (বর্তমানে ওয়ার্ড নং ৭-বিধাননগর পৌর সংস্থা)।

*****সম্পত্তির বিস্তারি/বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে হস্তান্তর দলিল তারিখ ০১.০৭.২০২২ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এ আর এ-৩, কলকাতা, দলিল নং ১৯০৩০৬৯৭১-২০২২ সালের, সম্পত্তি মেঘনা সাহার নামে।**

তারিখ : ২০.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

IndusInd Bank

আঞ্চলিক অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭

জনবিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ (১) -এর অধীনে) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীন নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের জানানো যাচ্ছে যে, যেহেতু তারা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পরবর্তীতে 'আইবিএল' হিসেবে উল্লিখিত) থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই আরবিআই -এর নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের নথিতে **১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** তাদের লোন অ্যাকাউন্টটি **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর, অধঃস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ২৭-০১-২০২৬ তারিখে 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (সারফেইসি এ্যাক্ট)-এর সেকশন ১৩(২) অনুযায়ী ঋণগ্রহীতাদের শেষ জানা ঠিকানায় একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে **৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১,৩২,৭০,১৫৩.৬৯/- টাকা (এক কোটি বত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা এবং উনসত্তর পয়সা মাত্র)** এবং সেই সাথে ০১লা জানুয়ারি ২০২৬ থেকে অর্জিত পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ ও ব্যয়সমূহ এবং অনুমোদনের শর্তানুযায়ী শাস্তিমূলক চার্জ পরিশোধের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। আইবিএল এর মাধ্যমে উক্ত ঋণগ্রহীতাদের এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত বকেয়া টাকা পরিশোধের আহ্বান জানাচ্ছে, অন্যথায় আইবিএল ঋণগ্রহীতাদের নিজস্ব ঝুঁকি ও পরিণামে নিচে বর্ণিত বন্ধকী সম্পত্তিগুলোর দখল নেওয়া এবং বিক্রয়-সহ অন্যান্য উপায়ে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট কার্যকর করার অধিকার রাখবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(১৩) অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া উক্ত ঋণগ্রহীতাদের উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক উক্ত সেকশনর যেকোনো লঙ্ঘন সারফেইসি আইনের সেকশন ২৯ এবং/অথবা এই সংক্রান্ত অন্য কোনো আইনি বিধান অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

আরও লক্ষ্য করুন যে, আইনের সেকশন ১৩-এর উপ-সেকশন (৮) অনুযায়ী, যদি বিক্রয় বা হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত তারিখের আগে যেকোনো সময় আইবিএল-এর যাবতীয় পাওনা এবং সেই সাথে আনুষঙ্গিক সকল খরচ, চার্জ ও ব্যয়সমূহ আইবিএল-কে প্রদান করা হয়, তবে আইবিএল উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করবে না এবং সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরের জন্য আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা

১. মেসার্স প্রেমজি (অংশীদারদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী- শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার সিং, শ্রীমতী মেঘনা শাহ এবং শ্রীমতী স্মৃতিলেখা মণ্ডল), এ১, ইউনিট নং ৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পোদ্দার বিহার, ১৩৭, ভিআইপি রোড, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৫২।	
২. ধীরেন্দ্র কুমার সিং পিতা- প্রয়াত রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং (মেসার্স প্রেমজি-র অন্যতম অংশীদার এবং জামিনদার), এ১, ইউনিট নং ৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পোদ্দার বিহার, ১৩৭, ভিআইপি রোড, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫২	**এছাড়াও এখানে- ধীরেন্দ্র কুমার সিং** পিতা- প্রয়াত রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং (মেসার্স প্রেমজি-র অন্যতম অংশীদার এবং জামিনদার), ৪২ সাতচাষী পাড়া রোড, কাশীপুর, কলকাতা-৭০০০০২
৩. মেঘনা শাহ স্বামী- অঙ্কিত গর্গ (মেসার্স প্রেমজি-র অন্যতম অংশীদার এবং জামিনদার কাম বন্ধকদাতা), এ১, ইউনিট নং ৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পোদ্দার বিহার, ১৩৭, ভিআইপি রোড, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫২	**এছাড়াও এখানে মেঘনা শাহ** স্বামী- অঙ্কিত গর্গ (মেসার্স প্রেমজি-র অন্যতম অংশীদার এবং জামিনদার কাম বন্ধকদাতা), ডি৮১, লর্ড কৃষ্ণ রোড, ২য় তলা, আদর্শ নগর, উত্তর পশ্চিম দিল্লি, দিল্লি - ১১০০৩৩
৪. স্মৃতিলেখা মণ্ডল প্রযত্নে- চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (মেসার্স প্রেমজি-র অন্যতম অংশীদার এবং জামিনদার), এ১, ইউনিট নং ৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পোদ্দার বিহার, ১৩৭, ভিআইপি রোড, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫২	**এছাড়াও এখানে স্মৃতিলেখা মণ্ডল** প্রযত্নে চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (মেসার্স প্রেমজি-র অন্যতম অংশীদার এবং জামিনদার), হাতিয়ারা রোড, শিবশক্তি সঙ্ঘের কাছে, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা, হাতিয়ারা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫৭

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

প্রাথমিক নিরাপত্তা: ইনভেন্টরি এবং বুক ডেট-এর হাইপোথিকেশন বা বন্ধকী-র ওপর প্রথম এবং একচেটিয়া চার্জ। নিরাপত্তার শর্তাবলী- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্টক এবং দেনাদারদের ওপর একচেটিয়া চার্জ।

জামানত নিরাপত্তা: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার থানা - রাজারহাট-এর অধীনে মৌজা - মণ্ডল গাঁথিতে সি.এস. দাগ নং ২৩২, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৩, ২৩৫ ও ৪৪৪-এর অংশ বিশেষ এবং তৎসংলগ্ন আর.এস. দাগ নং ২৪৭, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮২, ৪৭২, ৪৭৯, ৪৮০, ২৮৪ ও ৪৭১, খতিয়ান নং ২৭৯, ২৮০, ১৭১, ২৪৭ ও ২৩৫, জে.এল. নং ৬, তৌজি নং ৬৩, ১৬৩, ১৬৪ ও ১৭২-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২.৬৪ একর জমির ওপর নির্মিত 'পোদ্দার বিহার' নামক হাউজিং কমপ্লেক্সের এ১ বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত প্রায় ৮৪৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া)পরিমাপের একটি আবাসিক ইউনিট নং ০০৬ সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। বর্তমানে এই প্রেমিসেসটি রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের অধীনে (বর্তমানে বিধাননগর পৌর নিগমের ৭ নং ওয়ার্ড) মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১৩৭, ভি.আই.পি. রোড, কৈখালী, কলকাতা-৭০০০৫২ হিসেবে পরিচিত ও সংখ্যায়িত।

*****সম্পত্তির বিশদ বিবরণ ০১/০৭/২০২২ তারিখের কনভয়েন্স ডিড বা হস্তান্তর দলিলে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এ.আর.এ.-৩, কলকাতা অফিসে ২০২২ সালের দলিল নং ১৯০৩০৬৯৭১ হিসেবে মেঘনা শাহ-এর নামে আছে।**

তারিখ: ২০-০২-২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank / ALLAHABAD)

জোনাল অফিস কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪এ
দ্রষ্টব্য রুল ৬(২) এবং ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **২৫.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টেপর্যন্ত "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা যদি থাকে চ) দখলের ধরন
১.	**ক) শ্রীমতি অর্পিতা সরকার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা অজিত ঘোষ,** ৮৯, এমএম ঘোষ রোড দক্ষিণ দম দম (এম), পো মোতিঝিল, থানা দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৪ এবং আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং টি-২, ৪র্থতল, কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্ট, ১/১৫৮/১, নাকতলা গভ.স্কিম-১, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা-৭০০০৪৭। **খ) শাখা : রায়নগর বাঁশদ্রোণী**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি-২, পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ৫৯০.৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপএরিয়া ৭৫০ কমবেশি চার তলায় (মার্বেল) মেঝে, দক্ষিণ দিকে এবং এক কার পার্কিং স্পেস নং সিপি২ একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৩ তলা ভবনে নাম কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্ট , কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩৪৮/২২২এ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, ডাক ঠিকানা : ১/১৫৮/১, নাকতলা গভ স্কিম-১, পো নাকতলা, থানা নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭, বিক্রয় দলিল নং - সালের, সম্পত্তি অর্পিতা সরকার এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-, দক্ষিণ পরগনা, বুক নং ১ ,ভলুম নং -১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৭২৬০৬ থেকে ৩৭২৬২৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** অন্যান্য ভবন। **দক্ষিণে :** ২ তলা ভবন। **পূর্বে :** অন্যান্য সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক।	**৩০,৫১,১২৫.৮৪ টাকা (তিরিশ লাখ একান্ন হাজার একশ পঁচিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা) ০৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া আদায় পর্যন্ত	ক) ৩৯,৬০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯৬,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB7837901141 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৫.০২.২০২৬ থেকে ২৪.০৩.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন এবং ইএমডি স্ট্যাসাসের জন্য support.ebkray@psballiance.com. মেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https//baanknet.com এ যান এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর ৮২৯১২২০২২০ এ যোগাযোগ করুন
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী তানবীর আহমেদ (শাখা ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার) (মো - ৯০০৭২৭৯৬৫১)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২০.০২.২০২৬ স্থান- কলকাতা

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank / ALLAHABAD)

জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি যার প্রতিকী দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত ঋণদাতা) -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী ১২.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টায় ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর ব্যাংকের বকেয়া হিসেবে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো।

ক্র নং	ঋণগ্রহীতা নাম অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বর্ধিত পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমান
১.	১. **মেসার্স বালাজি অ্যাগ্রো ট্রেডিং (স্বত্বাধিকারী সংস্থা এবং ঋণগ্রহীতা)** **রেজিঃ ঠিকানা :** ১৬ প্রফুল্ল নগর, দম দম , কলকাতা- ৭০০০৭৪। **আরও ঠিকানা :** ১৮/এ, লদী নগর কলোনি , দম দম, ব্লক -ই, মোতিঝিল, পিন - ৭০০০৭৪। **আরও ঠিকানা :** ৯ বিবেকানন্দ সরণি, পো সোদপুর, থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১০। ২. **শ্রীমতি সোমা ভকত (স্বত্বাধিকারী -মেসার্স বালাজি অ্যাগ্রো ট্রেডিং)** **ঠিকানা :** ১৮/ এ, লদী নগর কলোনি, দম দম, ব্লক -ই, মোতিঝিল, পিন: ৭০০০৭৪। **আরও ঠিকানা :** ৯ বিবেকানন্দ সরণি, পো সোদপুর, থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১০। **আরও ঠিকানা :** ২৫/৫৫/১, এস সি এম রোড, বৈদ্যবাটী (এম), শেওড়াফুলি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২২২৩। ৩. **শ্রী অরূপ উথাসিনি (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** **ঠিকানা :** ১৮/ এ, লদী নগর কলোনি, দম দম, ব্লক -ই, মোতিঝিল, পিন: ৭০০০৭৪। **আরও ঠিকানা :** ৯ বিবেকানন্দ সরণি, পো সোদপুর, থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১০। **অ্যাকাউন্ট নং :** ৭০৫১৯৬৬৮৫৮, ৭১৫২৮১৪৯৯৩, ৫০৪৮২৪৬৯৫১৬, ৫৮০০০৮৯৭৯২৮ **শাখা :** চৌরঙ্গি	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ, ২য় তল (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), জীবন লীলা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত মৌজা - সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ১০৫, খতিয়ান নং ১৩৯২, হোল্ডিং নং ৪৩, প্রেমিসেস নং ৯,বিবেকান্দ সরণি, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা : খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী অনুপ উথাসিনি এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্য ফ্ল্যাট। **দক্ষিণে :** এম চৌধুরী এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** এস এন দত্ত এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** অন্যান্য ফ্ল্যাট।	**ক) প্রতীকী দখল** **খ) জানা নেই** **গ) ১০,৫৩,১০০.০০ টাকা** **ঘ) ১,০৫,৩১০.০০ টাকা** **ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা** **চ) IDIB50482469516A** **ছ) ১,৩৬,৮৩,৭৮৭.০০ টাকা** (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার সাতশত সাতাশি টাকা মাত্র), যা ০৩.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী।
		সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি, ৪র্থ তলে, (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে), জীবন লীলা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত মৌজা -সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ১০৫, খতিয়ান নং ১৩৯২, হোল্ডিং নং ৪৩, প্রেমিসেস নং ৯,বিবেকানন্দ সরণি, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা : খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী অনুপ উথাসিনি এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্য ফ্ল্যাট। **দক্ষিণে:** এম চৌধুরীর সম্পত্তি। **পূর্বে :** সিঁড়ি। **পশ্চিমে :** পুরসভা সড়ক।	**ক) প্রতীকী দখল** **খ) জানা নেই** **গ) ১৫,৬৩,৭৭০.০০ টাকা** **ঘ) ১,৫৬,৩৭৭.০০ টাকা** **ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা** **চ) IDIB50482469516B** **ছ) ১,৩৬,৮৩,৭৮৭.০০ টাকা** (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার সাতশত সাতাশি টাকা মাত্র), যা ০৩.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী।
২.	১. **মেসার্স পঙ্কজ শীল (স্বত্বাধিকারী : শ্রী পঙ্কজ শীল)** **ঠিকানা :** গ্রাম এবং পো : সাতগাছিয়া, থানা মেমারি, জেলা বর্ধমান, পিন: ৭১৩৪২২ ২. **শ্রী পঙ্কজ শীল (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৫মতল, বিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪,যশোর রোড, পো এবং থানা : দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৭৪,কলকাতা। ৩. **শ্রীমতি কল্পনা শীল (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৫মতল, বিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪,যশোর রোড, পো এবং থানা : দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৭৪,কলকাতা। ৪. **শ্রীমতি মৌমিতা শীল (জামিনদাতা)** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৫মতল, বিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪,যশোর রোড, পো এবং থানা : দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৭৪,কলকাতা। **অ্যাকাউন্ট নং :** ৫০৪৪৩৯২৪২১১, ৫০৪৪৪০৪৫৪৯০ **শাখা :** চৌরঙ্গি	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ই-৩, ৫ম তলে, বিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৯৭/৫, অমরপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পোঃ এবং থানা : দম দম, ওয়ার্ড নং ২২, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৭৪,ইপি নং ১১৪, এসপি নং ৩৭, এবং এসপি নং ৩৭, সিএস প্লট নং ১৯১ (অংশ), মৌজা - সাতগাছি, জেএল নং ২০, থানা : দম দম, এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। **জমির প্লট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** নিকাশি। **দক্ষিণে :** কলোনি রোড। **পূর্বে :** ইপি নং ১১৪। **পশ্চিমে :** ইপি নং ১৫। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে ফ্ল্যাট নং ই-৪। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ই-২। পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	**ক) প্রতীকী দখল** **খ) জানা নেই** **গ) ১৭,৩৮,০০০.০০ টাকা** **ঘ) ১,৭৩,৮০০.০০ টাকা** **ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা** **চ) IDIB050443924211** **ছ) ২৪,৫০,২৮৮.৫০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত আটাশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র), যা ৩১.০৮.২০২১ তারিখ অনুযায়ী।

পরিদর্শনের তারিখ : ০১.০৩.২০২৬ থেকে ১১.০৩.২০২৬; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১২.০৩.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: (https://baanknet.com) এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি **আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

যোগাযোগের বিশদ: ৭০০৩৩ ১৫২২৩

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৮.০২.২০২৬, স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank (ALLAHABAD)

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১
ইমেল : z184@indianbank.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী/স্বত্ব দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে **১১.০৩.২০২৬ (ক্রম নং ১) এবং ২৫.০৩.২০২৬ (ক্রম নং ২ এবং ৩)** বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাংক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী,** পিতা প্রয়াত অজিত কুমার চক্রবর্তী, ১২ শ্রীবাসাঙ্গন ঘাট রোড, পো -নবদ্বীপ, জেলা -নদিয়া, পিন - ৭৪১৩০২। **জামিনদাতা : শ্রীমতি মৌসুমী চক্রবর্তী,** স্বামী শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী, ১২ শ্রীবাসাঙ্গন ঘাট রোড, পো -নবদ্বীপ, জেলা -নদিয়া, পিন - ৭৪১৩০২। **খ) নবদ্বীপ পিএমটি শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দোতলা ভবন অবস্থিত মৌজা- নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, খতিয়ান নং এলআর ১৯৮৭৬, প্লট নং এলআর ১৪০১৩, ২৫ ফাসিতলা ঘাট রোড, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা -নদিয়া, শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া : ১৬.৫৮ ডেসিমেল, সম্পত্তি শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী, পিতা প্রয়াত অজিত কুমার চক্রবর্তীর নামে রেজি. দান দলিল নং ১-১৪০৬ - ০৫.০৭.২০০৭, চৌহদ্দি : উত্তরে : মেটাল রোড এবং মালিকের ভবন। দক্ষিণে : অরিন্দম চক্রবর্তীর জমি। পূর্বে : পুরসভা সড়ক । পশ্চিমে : অরিন্দম চক্রবর্তীর ভবন।	**৩,১৩,০১,৮৬৪.০০ টাকা** (তিন কোটি তেরো লাখ এক হাজার আটশ চৌষট্টি টাকা) **১১.০২.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ	ক) ৪০,৪৫,৫০০.০০ টাকা (*) (চল্লিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা) খ) ৪,০৪,৫৫০.০০ টাকা (চার লাখ চার হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB11278964070 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত
১	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : সিধু বিশ্বাস** পিতা দয়াল বিশ্বাস, গ্রাম : সন্তোষপুর, পো ভালুকা, নদিয়া, পিন - ৭৪১৩১৭, **খ) নবদ্বীপ পিএমটি শাখা।**	বিক্রয় দলিল নং ৮৪৫৯-২০০৩, খতিয়ান নং ৪৮২৭, জেএল নং ৬০, প্লট নং ১৩২৮, শ্রেণি- বাড়ি, এরিয়া - ০.০৬ একর, চৌহদ্দি : উত্তরে : ক্রেতার নিজ জমি। দক্ষিণে: চরণ রুদ্রর কৃষি জমি। পূর্বে : শ্যামল মন্ডলের জমি। পশ্চিমে : সাগর বৈরাগ্য এর ভবন।	**১৯,৭৬,৯২৫.০০ টাকা** (উনিশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার নশো পঁচিশ টাকা) **১৭.০২.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ	ক) ২,৪৩,০০০.০০ টাকা (*) (দুই লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা) খ) ২৪,৩০০.০০ টাকা (চব্বিশ হাজার তিনশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB11278984687 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
১	**ক) মেসার্স রীনা মেডিক্যাল এজেন্সি (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : মহ আবদুল আজিম রহমান,** গ্রাম-পাঁচগ্রাম, পো পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪৭২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ। **মহ আবদুল আজিম রহমান (স্বাত্বাধিকারী)** পিতা মিজানুর রহমান, গ্রাম-পাঁচগ্রাম, পো পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪৭২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতি রোকেয়া বেগম (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** স্বামী মহ আবদুল আজিম রহমান গ্রাম-পাঁচগ্রাম, পো পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪৭২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) পাঁচগ্রাম শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ মৌজা : পাঁচগ্রাম, জেএল নং ২৩, এলআর খতিয়ান নং ১০৭৮৮, এলআর প্লট নং ১৯৫০ এবং ১৯৫২, জমির এরিয়া - ২ ডেসিমেল , গ্রাম - নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি-ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-৪২৩৭, তারিখ ২০.১১.২০১২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নবগ্রাম। সম্পত্তি শ্রীমতি রোকেয়া বেগম, স্বামী মহ আবদুল আজিম রহমান এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে ইসমাইল মন্ডলের সম্পত্তি। দক্ষিণে : মোকাবির হোসেন এর সম্পত্তি। পূর্বে : নিজ পুকুর এব অন্যান্যর। পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া লেন।	**১৮,৬১,২১৪.০০ টাকা** (আঠার লাখ একষট্টি হাজার দুশো চোদ্দ টাকা) **১৬.০২.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ	ক) ১৩,৩৯,০০০.০০ টাকা (*) (তেরো লাখ উনচল্লিশ হাজার টাকা) খ) ১,৩৩,৯০০.০০ টাকা (এক লাখ তেত্রিশ হাজার নশো টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30124790017 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ (ক্রম নং ১) এবং ২৫.০৩.২০২৬ (ক্রম নং ২ এবং ৩)
সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৭.০২.২০২৬ (ক্রম নং ১ এবং ৩) ১৮.০২.২০২৬ (ক্রম নং ২)
স্থান- বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মাওবাদমুক্ত বিহার!
আত্মসমর্পণ শীর্ষ মাও-নেতার

পাটনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: 'মাওবাদীমুক্ত' বিহার। মাওবাদীদের এক শীর্ষ নেতা আত্মসমর্পণের পরই বৃহস্পতিবার এই দাবি করল বিহার রাজ্য পুলিশ। বুধবার আত্মসমর্পণ করেছেন মাওবাদী নেতা সুরেশ কোড়া ওরফে মুস্তাকিম। তাঁর মাথার দাম ছিল তিন লক্ষ টাকা।

রাজ্য পুলিশের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, বুধবার মুঙ্গেরে স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কোড়ার বিরুদ্ধে ৬০টি মামলা চলেছে। তার মধ্যে বেশির ভাগই বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (ইউএপিএ) মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কোড়া এসটিএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তিনটি অ্যাসল্ট রাইফেল, প্রচুর কার্তুজ,

ম্যাগাজিন এবং নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশকে মাওবাদীমুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত কয়েক মাস ধরেই দেশের মাওবাদী উপদ্রুত রাজ্যগুলিতে বহু মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মাওবাদীদের বহু শীর্ষ নেতার মৃত্যু হয়েছে। দেশকে মাওবাদীমুক্ত ঘোষণা করার সময়সীমা আসন্ন। তার আগেই বিহারকে মাওবাদীমুক্ত বলে দাবি করল সে রাজ্যের পুলিশ। মাওবাদী প্রভাবিত রাজ্যগুলিতে আত্মসমর্পণ করা মাওবাদীদের জন্য নানা পুনর্বাসন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিহারেও 'আত্মসমর্পণ-সহ পুনর্বাস যোজনা' রয়েছে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের জন্য। পুলিশ জানিয়েছে, সেই প্রকল্পের সুবিধা নিতেই আত্মসমর্পণ করেছেন কোড়া। কোড়াকে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। যেটি তাঁর মাথার দাম ছিল। সেই সমমূল্যের অর্থ দেওয়া হবে পুনর্বাসনের জন্য। এ ছাড়াও অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা, তিন বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে কোড়াকে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কোড়ার আত্মসমর্পণের পর রাজ্য সম্পূর্ণ ভাবে মাওবাদী মুক্ত হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা অনিল আম্বানির

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে যাবেন না শিল্পপতি অনিল আম্বানি। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এমনটাই জানালেন তিনি। দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি এবং সিবিআইয়ের তদন্তেও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে হলফনামায় জানিয়েছেন তিনি।

আইনজীবী মারফত সুপ্রিম কোর্টে অনিল জানান, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে (তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকে) তিনি ভারতের বাইরে যাননি। এখনও ভারতের বাইরে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা বা ইচ্ছা তাঁর নেই। একই সঙ্গে তিনি এ-ও জানান, কখনও বিদেশ ভ্রমণের প্রয়োজন হলে, ওই সফরের জন্য তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে আগাম অনুমতি নেবেন। অনিল ধীরুভাই অম্বানী গোষ্ঠীর কর্ণধার আরও জানান, তিনি শুরু থেকেই তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছেন। আগামী দিনেও পূর্ণ সহযোগিতা চালিয়ে যাবেন। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ওই ঋণ প্রতারণার মামলার তদন্তে অনিলকে তলব করেছে ইডি। সুপ্রিম কোর্টে নিজেই সে কথা উল্লেখ করে শিল্পপতি জানান, তিনি ওই দিন ইডির দপ্তরে যাবেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করবেন।

অনিল ধীরুভাই আম্বানি গোষ্ঠীর অধীনস্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ঋণ প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ৪০ হাজার কোটিরও বেশি টাকার ঋণ প্রতারণা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছে ইডি এবং সিবিআই। তবে ওই তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সচিব ইএএস শর্মা। আদালতের নজরদারিতে ওই তদন্ত চালানোর জন্য তিনি আবেদন জানান সুপ্রিম কোর্টে।

ধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটির শুনানি চলছে। সম্প্রতি ওই মামলায় অনিলের হয়ে আদালতে হলফনামা জমা দেন আইনজীবী মুকুল রোহাতগি।

সামুদ্রিক খাতে সংস্কার, জাহাজ নির্মাণে ঐতিহাসিক চুক্তি

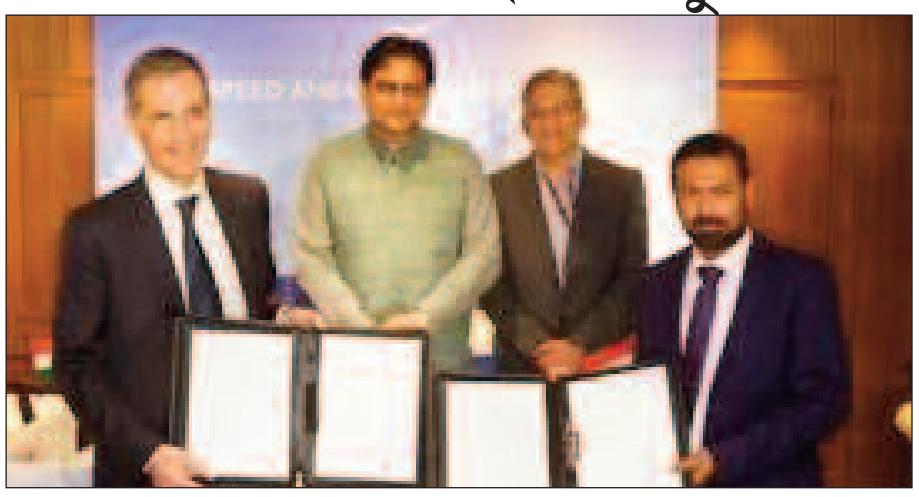

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: ভারতের চলমান সামুদ্রিক খাতের সংস্কার এখন জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশবান্ধব নৌপরিবহণে দৃশ্যমান ফলাফল আনছে। নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে গ্লোবাল শিপিং সংস্থা সিএমএ সিজিএম এবং কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড-এর মধ্যে ছয়টি ১,৭০০ টিইইউ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এলএনজি-চালিত ফিডার কনটেইনার জাহাজ নির্মাণের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর, সিএমএ সিজিএম গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও মি. রোডলফ সাদে, এমওপিএসডব্লুউ-এর সচিব শ্রী বিজয় কুমার, আইএএস, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, এবং অংশীদার সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা।

জাহাজগুলো কোচির কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নির্মিত হবে এবং ভারতীয় পতাকায় নিবন্ধিত হবে। এই প্রকল্পটি ভারতের বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের অর্ডার তালিকায় সংযোজন ঘটাবে এবং সামুদ্রিক খাত উন্নয়নে সরকারের নীতিগত কাঠামোর অধীনে ভারতীয় শিপইয়ার্ডগুলোর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের প্রতিফলন ঘটাবে।

এই উপলক্ষে দেওয়া এক বার্তায় কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, 'ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিরক্ষা, মহাকাশ সহযোগিতা, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর ও বিশ্বাসভিত্তিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মহামান্য ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ভারতের সফর আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শক্তি ও পরিপক্কতার প্রতিফলন।'

TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, **Dighalkandi Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 08/CFC/ TIED/2025-26, Sealed Tender No DIG/ 13/2025-2026, Quotation DIG/012/2026,** Last date of submission accordingly **24.02.2026 up to 9a.m, 23.02.2026 upto 12p.m. 26.02.2026 upto 3p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Raghunathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No.21/15th CFC (Untied) 2025- 2026, (Ref. Meme No. RGP/25/26, Date-18.02.2026** visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date of submission **26.02.2026 upto 11 a.m.**

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2094/25-26 Dated 19.02.2026	Construcation of Concrete Road Nirmal Kaila to Rail Quarter via Bivas Paul to Swapan Paul and Cover drain from Ratan Biswas to Dhananjay Mondal at Milanpally in Ward No.- 13 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 8,78,926.00

Bid Submission end date: **28.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

(ANNEXURE-I)
SHORT QUOTATION NOTICE

E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-1.Name of the Work: Supply of IEC materials for Urban Pathshree-4 Promotional Campaign within Rajpur- Sonarpur Municipality. **NIQ No.WBMAD/ULB/RSM/NULM/2100/25-26 Dt. 19.02.2026. Submission started date:** 20.02.2026 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 28.02.2026 at 17-30 hrs. **Technical opening date:** 02.03.2026 at 17-30 hrs. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**

SD/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-AUCTION SALE NO-150/PW/Eng/26 Dt. 18-02-26 & N.I.E. ET. No. 90/WS/Eng/26 Dt. 18-02-26

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2099/25-26 Dated 19.02.2026	Construction of Covered Surface Drain from Sardar Para Jame Masjid to Malipara Pond Side near Azhar Laskar Shop at Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 43,02,717.00

Bid Submission end date: **07.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied Contractors for execution the different works. e-Tender details are given bellow :

E-NIT No.95/MOG-I/26, ID - 2026_ZPHD_1010285_1,
E-NIT No.96/MOG-I/26, ID - 2026_ZPHD_1010295_1,
E-NIT No.97/MOG-I/26, ID - 2026_ZPHD_1010299_1,
E-NIT No.98/MOG-I/26, ID - 2026_ZPHD_1010305_1,
E-NIT No.99/MOG-I/26, ID - 2026_ZPHD_1010342_1,
E-NIT No.100/MOG-I/26, ID - 2026_ZPHD_1010348_1.

Last date of Bid Submission : **28/02/2026 at 12:00 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 1st Corrigendum, 1st Call 2nd Corrigendum & 2nd Call (Part-II) 2nd Corrigendum
N.I.E. ET. No. 78, 66 & 44/WS/Eng/2025 & 2026 Dt. 02-09-25, 07-01-26 & 09-02-26

Bid Submission period: 26.02.26 instead of 18.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 119/PW/Eng/APAS/25 Dt. 27-11-25 & ET. 146/PW/Eng/APAS/26 Dt. 28-01-26

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER, Published Date: 19-02-2026

e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

Tender ID	Bid Submission Closing Date
2026_ZPHD_5012474_1	26.02.2026 at 12:00 NOON
2026_ZPHD_5012481_1	26.02.2026 at 12:00 NOON
2026_ZPHD_5012485_1	26.02.2026 at 12:00 NOON
2026_ZPHD_5012485_2	26.02.2026 at 12:00 NOON

For details visit website **https//wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE KHARGRAM GRAM PANCHAYET
(Under Khargram Panchayet Samity) Vill+P.O+P.S.-Khargram, Dist- Murshidabad,
TENDER NOTICE

Sealed Tender hereby invited vide NIT No. **08 (NIET) /KGP/2026 (1ST Call) Dated-17/02/2026** by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 15th CFC Last Date of submission & sale of Tender Paper from **18/02/2026 18.00 hrs. up to 25/02/2026 11.00 hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.

Sd/- Prodhan
Khargram Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE

In Partial Modification of this office **NIT No 13/15th CFC/Untied/GPGP/ 2025-26 Date: 11/02/2026 bearing Memo No:311/En/15th CFC (UNTIED)/GPGP, Date: 11/02/2026, Sl. No- 8** is hereby informed in favors of all concerned that due to less or no bidders have participated in above tender Serials, We are extending the bid dates for getting more no. of bidders as per Finance Order No- 3661 F(Y) dated 07/06/2018. So that Revised date of download e-procruments for **NIT No 13/15th CFC/ Untied/GPGP/ 2025-26 Date: 11/02/2026 bearing Memo No:311/ En/15th CFC (UNTIED) /GPGP, Date: 11/02/2026, Sl. No- 8** are given below.

Last Date of Download tender documents:- **23-02-2026 at 14.00 hours**. Opening date of prequalification documents:- **25-02-2026 at 14.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Gurah-Pashla Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY

Setup Tubewell with Cold water system in Ward No. - 08 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".

Tender reference: WBMAD/NIeT/344/BM/2025-26/APAS
Date: 19.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5012471_1,

Bid Submission Start date- **19.02.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **23.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **26.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **28.02.2026 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Constructional of C.C. Road, in ward no.-18, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: NIT-343/BM/2025-26/APAS, Date: 19.02.2026

1. Last date of receiving application documents- **25.02.2026 at 12 P.M.** 2. Last date of purchasing tender document- **26.02.2026 at 4 P.M.** 3. Date for dropping of tender documents- **27.02.2026 at 3 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **27.02.2026 at 4 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Bank Solvency are not essential for the following tenders-

WBMAD/NIeT/320/BM/2025-26/APAS (2026_MAD_5011861_1, 2026_MAD_5011861_2), WBMAD/NIeT/321/BM/2025-26/APAS (2026_MAD_5011871_1, 2026_MAD_5011871_2, 2026_MAD_5011871_3), WBMAD/NIeT/322/BM/2025-26/APAS (2026_MAD_5011876_1, 2026_MAD_5011876_2, 2026_MAD_5011876_3), WBMAD/NIeT/323/BM/2025-26/APAS (2026_MAD_5011882_1), WBMAD/NIeT/324/BM/2025-26/APAS (2026_MAD_5011884_1, 2026_MAD_5011884_2), WBMAD/NIeT/325/BM/2025-26/APAS (2026_MAD_5011888_1, 2026_MAD_5011888_2), WBMAD/NIeT/326/BM/2025-26/APAS (2026_MAD_5011906_1, 2026_MAD_5011906_2, 2026_MAD_5011906_3),

All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

e-Tender, Quotation & Auction

A) E-tenders are invited for 1) for Book, 2) Computers, 3) Multigym Equipment and 4) AC machines. For submitting e-tenders visit **www.wbtenders.gov.in**

B) Quotations are invited for 1) construction of Bluescope shed, 2) Annual Rate Contracts for a) electrical items, b) laboratory chemicals/items, c) toilets and sanitary items and d) computer accessories, 3) AMC for solar power plant.

C) Auctions for 1) damaged computers and 2) iron (building scrap) are invited. Interested plumber/contractor can visit and check before submitting auctions in sealed envelope. Last dates for submission of etender for book is **26.02.2026,** and that for all other items and for general quotations and auctions is **05.03.2026.** For details visit college website **www.sammilanimahavidyalaya.ac.in**

Sd/- Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for Construction of Shed at Dhandapara Primary School At Ward No-5 under scheme within Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	20.02.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	20.02.2026	11.00 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	27.02.2026	18.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	02.03.2026	11.00 P.M. onwards

TENDER IDS :- 2026_MAD_1010565_1

For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2095/25-26 Dated 19.02.2026	Upgradation Of Road At Paikpara Road From Pintu Mobile Shop Towards Tulsian Bag Factory In Ward No.-26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 17,77,245.00
WBMAD/ULB/RSM/2096/25-26 Dated 19.02.2026	Repairing & Renovation Work of Black Top Road at Different portion of N.S.C Bose Road from Kalitala to Shiba Complex In Ward No-17,18,25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 16,48,723.00
WBMAD/ULB/RSM/2097/25-26 Dated 19.02.2026	Repairing & Renovation of Black Top Road at R.N.T ROAD In Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality .	Rs. 11,09,122.00
WBMAD/ULB/RSM/2098/25-26 Dated 19.02.2026	Construction of Surface Drain from Kurer Maath to Kulfi Factory at Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 16,71,070.00

Bid Submission end date: **09.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
CORRIGENDUM NOTICE

Tender ID : 2026_MAD_1003996_1 & 2026_MAD_1004056_1
Tender Reference Number : WBDMC/COMM/PW/NIT-300/25-26 & WBDMC/COMM/PW/NIT-301/25-26

The Bid submission Closing date will be 23-02-2026 upto 1.00 PM in lieu of 19-02-2026 upto 3.00 PM and Bid opening Date will be 25-02-2026 after 1.00 PM in lieu of 21-02-2026 after 3.00 PM
For details : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/2101/25-26 Dated 19.02.2026	Supply and Delivery of 28W LED Street Light for Maintenance Works at Various Wards under Rajpur Sonarpur Municipality.	942 pcs

Bid Submission end date: **26.02.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2089/25-26 Dated 19.02.2026	R.C.C. Slab Casting Over Existing Drain from H/O Binoy Bhoumik to H/O Tapas Mridha at Aikyatan in Ward No.-10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,22,808.00
WBMAD/ULB/RSM/2090/25-26 Dated 19.02.2026	Reparing of Bituminous Road Near Jagannathpara old Masjid in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,76,996.00
WBMAD/ULB/RSM/2092/25-26 Dated 19.02.2026	Ballah Pilling & Damage Road Repairing at Goutam Para In Ward No.-16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,74,359.00
WBMAD/ULB/RSM/2093/25-26 Dated 19.02.2026	Repairing & Renovation work at Bose para park In Ward No-20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,96,447.00

Bid Submission end date: **28.02.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: DB-I/e-Tender/2025-26/70, DB-I/e-Tender/2025-26/72 & Tender ID: 2026_ZPHD_1010399_1, 22026_ZPHD_1010405_1, Date : 18.02.2026.** Bid Submission Start Date (Online) : **19.02.2026 at 06.55 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **25.02.2026 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **27.02.2026 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 63/25-26/MF/T Dated 19.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **02.03.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (E-Tender)। E-NIT-19/kumra/2025-26, E-NIT-20/ kumar/2025-26, E-NIT-21/kumar/2025-26, E-NIT-22/kumar/2025-26,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

01) Name of the Work : Construction of C.G.I. Shed at Dhunra Plot ManashaMandir within Ward No.-15 under D.M.C.
E-Tender No. : WBDMC/W/339(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012424_1 ● Est. Amt: Rs. 8,39,008.00

02) Name of the Work : Laying of 25mm PVC underground pipe line for street tap at Layakpukurpar, Ward No.-15, Borough -04 under D.M.C.
E-Tender No. : WBDMC/W/339(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012424_2 ● Est. Amt: Rs. 4,3261.00

03) Name of the Work: Contruction of concrete road from Sk Atar's House to Billa's House at Naim Nagar C-Block, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/295(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012433_1 ● Est. Amt: Rs. 2,99,908.00

04) Name of the Work : Repairing of road from SM Munna's House to Gulam Mustafa's House Naim Nagar C-Block, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/295(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012433_2 ● Est. Amt: Rs. 1,14,391.00

05) Name of the Work : Laying of HDPE Pipeline for Water Connection & Street Taps at Naim Nagar C-block near Akash Gas, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/295(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012433_3 ● Est. Amt: Rs. 1,50,271.00

06) Name of the Work : Repairing road & drain at Naim Nagar B-Block, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/152(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012436_1 ● Est. Amt: Rs. 5,81,404.00

07) Name of the Work : Repairing road at Naim Nagar B-Block near Ajit Market, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/152(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012436_2 ● Est. Amt: Rs. 3,79,299.00

Last Date : **25.02.2026 upto 1:00 PM**
For details : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

BONGAON MUNICIPALITY

Tender reference: WBMAD/NIeT/271/BM/2025-26/APAS (2nd.call)
Date: 10.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5011681_1. Which were floated from this office circulated memo no.-B.M. 941 dated-10.02.2026. Last date and Time submission of Original Instruments **23.02.2026** instead of **18.02.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Tender reference: WBMAD/NIeT/244/BM/2025-26/APAS (2nd.call)
Date: 10.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5011675_1. Which were floated from this office circulated memo no.-B.M. 942 dated-10.02.2026. Last date and Time submission of Original Instruments **23.02.2026** instead of **18.02.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE
Tender reference: WBMAD/NIeT/323/BM/2025-26/APAS
Date: 12/02/2026
TENDER ID: 2026_MAD_5011882_1

1. End date- **24.02.2026 at 18.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE
Tender reference: WBMAD/NIeT/325/BM/2025-26/APAS
Date: 12/02/2026
TENDER ID: 2026_MAD_5011888_1

1. End date- **24.02.2026 at 18.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE
Tender reference: WBMAD/NIeT/277/BM/2025-26/APAS 2NDCALL
Date: 05/02/2026
TENDER ID: 2026_MAD_5011122_1

1. End date- **24.02.2026 at 18.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

N.I.T. NO.: UKM/006/WW/2025-2026, DATED: 20.02.2026.

1. Different dia D.I. Pipe Line (100 mm, 200 mm, 350 mm) Inter Connection at different Location and different wards under UttarparaKotrung Municipality. Bid Submission closing Date- **02.03.2026 before 1.00 p.m.** For More Details – Visit **www.uttarparamunicipality.in**

Sd/- Chairman,
Uttarpara-kotrung Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ
শুক্রবার • ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

অভূতপূর্ব নারী শক্তির মহিমা দেখাল ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

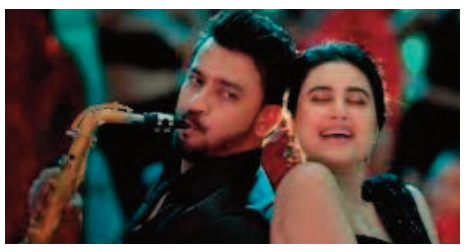

নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিবেদনে উইন্ডোজ এর ব্যানারে শীতের শহরে দরজা খুলল ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’। ‘এখানে চেক ইন আছে, চেক আউট নেই’। হরর- কমেডি ঘরানার ছবি তৈরীর প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। ছবির জন্য গল্প লিখেছেন জিনিয়া সেন। পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় এ ছবির পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন। ছবির জন্য চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন জিনিয়া সেন এবং গোধূলি শর্মা যৌথভাবে। বহু অভিনেতা, অভিনেত্রী সম্বলিত এই ছবির গল্পে - একটি পুরনো কবরখানার উপর গড়ে উঠেছে একটি চাকচিক্যময় হোটেল, যার নাম ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল। কবরখানার উপর যখন হোটেল, তখন সেখানে অশরীরীরা অবস্থান করবেন এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রশ্নটা হল সেখানেই, যে এই হোটেলে থাকবেন কারা? হোটেলের

গেস্ট না শুধুই ঘোস্ট। হোটেলের জায়গাটির মালিকানা সংক্রান্ত বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে যায়,উঠে আসে একটি ম্যাপের বিষয়। এর বেশি জানতে গেলে বড় পর্দায় অবশ্যই ছবিটি দেখতে হবে। যদি শুধুই ভয় পেতে চেয়ে এই ছবিটি দেখতে যান, তাহলে হয়তো হতাশ হলেও হতে পারেন। কারণ সেই ধরনের ভয়াল ভয়ংকর কিছু এই ছবিতে নেই বললেই চলে। তবে এই ছবিটির চিত্রনাট্যে আছে কিছু প্রেমের দৃশ্য এবং হালকা কমেডির সংমিশ্রণ। ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’ ছবিটিতে অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী, সোহম মজুমদার, বনি সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা দত্ত, কাঞ্চন মল্লিক, জয়দীপ মুখার্জী, অনুসূয়া মজুমদার, অনামিকা সাহা, মানসী সিনহা, কাঞ্চনা মৈত্র, শ্রুতি দাস, শুভ্রজিৎ দত্ত, উজান চ্যাটার্জি প্রমূখ। চিত্রনাট্যের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকেই সাবলীল অভিনয় করেছেন। পক্ষ এবং বিপক্ষের দুজন আইনজীবীর চরিত্রে মিমি চক্রবর্তী এবং সোহম মজুমদারের অভিনয় বেশ ভালই লাগে, পর্দায় তাদের লুকস্ খুবই সুন্দর। ভালো লাগে বনি সেনগুপ্ত এবং স্বস্তিকা দত্তের অভিনয়ও। এই ছবির জন্য সংগীত করেছেন অনুপম রায় এবং অর্ণব দত্ত। ছবিটির ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের জন্য অমিত চ্যাটার্জির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। চিত্রগ্রহণের কাজ সফলতার সঙ্গে ভালই সামলেছেন চিত্রগ্রাহক প্রতীপ মুখোপাধ্যায়। গত ২৩ শে জানুয়ারি ২০২৬ সরস্বতী পুজোর দিন ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে।

নারী সংগ্রামের এক ভিন্ন আঙ্গিকের নতুন সিরিজ

কালীপটকা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

‘কালীপটকা’ সিরিজের গল্পই হলো এমন মানুষদের - যাদের কেউ ভাতে মারলে, তারা তাকে হাতে মারে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পিছিয়ে পড়তে পড়তে, এই প্রান্তিক মানুষেরা প্রায়শই ভাতে মারা পড়ে, তথাকথিত ভদ্র বা উঁচু সমাজের বাসিন্দাদের অনৈতিকতার হাড়িকাঠে। হার না মেনে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের শক্তিই বা কজনার থাকে? এই সিরিজের গল্পের মূল বিষয়বস্তু ও ঠিক এইরকমই প্রেক্ষাপটের উপর একটি ব্যতিক্রমী ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত হয়েছে। সম্প্রতি ঠকক৫ এর প্লাটফর্মে মুক্তিপ্রাপ্ত নতুন এই ডার্ক থ্রিলার সিরিজ টিতে এমনই চারজন নারীর জীবন সংঘর্ষের গল্প বলেছেন পরিচালক অভিরূপ ঘোষ। মিনতি (শ্রেয়া ভট্টাচার্য) তথাকথিত ভদ্র লোকেদের বাড়িতে রান্নার কাজ করা একজন মহিলা, যার একমাত্র লক্ষ্য নিজের কন্যা সন্তানটিকে খাইয়ে পড়িয়ে শিক্ষিত এবং ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু মাতাল এবং জুয়ার নেশায় আসক্ত স্বামীর অত্যাচারে তা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জুয়াড়ি স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত মিনতি অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামীকে আঘাত করে ফেলে, সিরিজের গল্প অন্যদিকে ইউ টার্ন নেয়-মিনতির স্বামী দুলালের মৃতদেহটি গায়েব করার জন্য একত্রিত হয় চার জন দারিদ্র্যে জর্জরিত অবহেলিত প্রান্তিক অবস্থানে থাকা নারী। এদের নেতৃত্ব দেয় শ্রীমা (স্বস্তিকা মুখার্জি)। সিরিজে শ্রীমার চরিত্রে দর্শকেরা যেন অন্য এক স্বস্তিকাকে দেখতে পাবেন। সে যেমন একদিকে স্নেহময়ী মমতাময়ী মা, অপরদিকে গায়ে তার চামড়ার গন্ধ-মুখে একটি জ্বলন্ত বিড়ি নিয়ে চপার দিয়ে অবলীলায় পিস পিস করে কেটে মরদেহ টুকরো করতে তার জুড়ি নেই। সহযোগী রানী(শ্রুতি দাস) তার শাশুড়ি মা এবং একমাত্র ছেলের প্রতিপালনের জন্য বেছে নিয়েছে টোটো চালানো এবং দেহ ব্যবসা, বেগতিক দেখলে অ্যাকশনেও সে যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত। অপর একজন রিঙ্কু(হিমিকা বোস) একজন ইনফ্লুয়েন্সার, অনেক ফলোয়ার্স থাকা সত্ত্বেও অভাব এবং অনটনে থাকা এক প্রান্তিক নারী। এই চারজন নারীরই এক জায়গায় খুবই মিল, কারণ এরা সবাই অবহেলা এবং বঞ্চনাকে সরিয়ে রেখে ভালোভাবে বাঁচতে চায়, চোখে স্বপ্ন নিয়ে সকল অবদমনের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চায়। আর রইল এদের অশ্লীল ভাষা বা খিস্তি খেউড়ের কথা, এই সিরিজের চিত্রনাট্যের প্রেক্ষাপটে যা অবাঞ্ছিত নয় বলেই মনে হয়। যে সামাজিক স্তরের উপর চিত্রনাট্যটি লিখিত হয়েছে- লাঞ্ছনা,বঞ্চনা, অভাব,অশিক্ষা এবং অত্যাচারে থাকা সেই স্তরের বাসিন্দাদের পক্ষে বোধহয় বাস্তবে এর থেকে ভালো ভাষায় কথা বলা সম্ভব হয় না। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় তবে চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে জলন্ত, কর্কশ বাস্তবের ছোঁয়ায় সংলাপ লিখেছেন সৌমিত দেব। অন্যান্য নারী কেন্দ্রিক ছবির সঙ্গে এখানেই ‘কালীপটকা’র পার্থক্য যে এখানে জীবন সংঘর্ষে থাকা নারীদের মুখেই এই সংলাপ গুলি বসানো হয়েছে।

এই সিরিজের আরো একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সমাজবিরোধী রানা(অনির্বাণ চক্রবর্তী) স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই অভিনয়ে নজর কেড়েছেন। অনির্বাণ চক্রবর্তী তার সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির চরিত্রগুলি থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসে এই জুয়ার ডন রানার চরিত্রটি যাপন করেছেন বলা চলে। সিরিজের বাকি চরিত্রেরাও যথাযথ।

‘কালীপটকা’র গল্প লিখেছেন পরিচালক অভিরূপ ঘোষ নিজেই এবং চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে তার সহযোগী হিসেবে রয়েছেন অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।বারুদ,দেশলাই, সলতে, আগুন, ফুলকি, শিহরণ এবং ধামাকা নামের সাতটি পর্বের গতিশীল চিত্রনাট্য সিরিজটির দর্শকদের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত বসিয়ে রাখবে।

কুন্তল দে এর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং শুভদীপ নস্করের ক্যামেরার কাজও যথেষ্টই ভালো ।লোভ,বিশ্বাসঘাতকতা, যৌনতা, খুন সব মিলিয়ে অন্ধকার জগতের গোলকধাঁধায় যথার্থই ‘কালীপটকা’র মতো ফেটেছে চার প্রান্তিক অবস্থানে থাকা নারী- যাদের চোখে স্বপ্ন, ‘এতদিন মরবো না বলে বেঁচেছি, এবার বাঁচার জন্য বাঁচবো’।

কলকাতায় উচ্ছ্বাসে ফাটাফাটি ‘অ্যাসি’ প্রিমিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার অ্যাক্রোপলিস মল-এর সিনেপলিস মাল্টিপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হলো ‘অ্যাসি’ সিনেমার প্রিমিয়ার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী তাপসী পান্নু, প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী কানি কুসরুতি, এবং পরিচালক অনুভব সিনহা। তাঁদের উপস্থিতি সন্ধ্যার আবহকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

পূর্ণ দর্শকাসন প্রমাণ করল, কলকাতার দর্শকরা এখনও প্রভাবশালী গল্প ও অর্থবহ সিনেমার প্রতি কতটা আগ্রহী। ছবির টানটান কোর্টরুম দৃশ্যগুলো দর্শকদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসনের কিনারায় ধরে রাখে। ‘অ্যাসি’- যার অর্থ আশি- ধীরে ধীরে নিজের তাৎপর্য উদ্ভাসিত করে; এটি দেশে দৈনিক নথিভুক্ত হওয়া ধর্ষণের সংখ্যার প্রতি সরাসরি ইঙ্গিত দেয়। গল্পের বুননে অনায়াসে মিশে থাকা এই কঠোর পরিসংখ্যান ছবিটিকে এক গভীর জরুরি বার্তা দেয়, যা দর্শকদের মনকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দেয়।

অভিনয় ছিল ছবির অন্যতম শক্তি। আবেগের গভীরতা, বাস্তবতার স্পর্শ এবং তীব্রতা; সব মিলিয়ে এটি শুধুমাত্র একটি আইনি নাটক নয়, বরং শক্তিশালী সামাজিক বক্তব্যেও পরিণত হয়েছে।

প্রদর্শনী শেষ হতেই কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর বাজলো করতালির বজ্রধ্বনি। বহু দর্শক দাঁড়িয়ে ছবিটিকে তফাটাফাটিদ, তসাহসীদ এবং তঅবশ্যই দেখার মতোদ হিসেবে অভিহিত করেন। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে আলোচনাও।

কলকাতার এই প্রিমিয়ার একবার আরও প্রমাণ করল- অর্থবহ সিনেমা এবং সচেতন দর্শকের মিলনে প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র করতালিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; জন্ম নেয় সচেতনতা, সংলাপ এবং সমাজের প্রতি গভীর প্রভাব।

‘ক্রিকেটারদের নিজের দায়িত্বটা বুঝতে হবে’! অভিষেকের ফর্ম নিয়ে কী বললেন ভারতীয় অধিনায়ক?

নয়াদিল্লি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকলেও দলের ওপেনিং বিভাগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে অভিষেক শর্মার ফর্ম নিয়ে। টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে কার্যত ছন্দহীন দেখাচ্ছে তাঁকে। তবে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব প্রকাশ্যে উদ্বেগ না দেখালেও দায়িত্ববোধের কথা স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দল জিতছে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকেই অবদান প্রত্যাশিত।

নেদারল্যান্ডসকে হারানোর পর ম্যাচ-পরবর্তী অনুষ্ঠানে সঞ্চালক রবি শাস্ত্রী শুরুর দিকে উইকেট হারানো নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অভিষেক দ্রুত ফিরেছেন, তার পর ঈশান কিষানও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি।

এমন পরিস্থিতি নিয়ে সূর্য বলেন, সামনে আরও কঠিন ম্যাচ আসতে পারে এবং সেই সময় ব্যাটারদের বুঝতে হবে কীভাবে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হয়। তিনি স্বীকার করেন, তিনিও এবং তিলক বর্মা বিশেষ পরিস্থিতিতে ইনিংস গড়ে তোলার দিকে মন দেননি, কারণ তাঁদের জানা ছিল শেষ দিকে আক্রমণাত্মক ব্যাটাররা রয়েছেন যারা ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

এই ম্যাচে ভারতের স্কোর ১৯০ পেরোয় মূলত শিবম দুবের অনবদ্য ৬৬ রানের ইনিংসে ভর করে। তাঁর ইনিংস না থাকলে ম্যাচের চিত্র ভিন্ন হতে পারত। সতীর্থের প্রশংসায় সূর্য বলেন, বিশাখাপত্তনমে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও শিবম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে দিন ম্যাচের সেরার পুরস্কার না পেলেও এ দিন দলের স্কোরকে ১৯০-এ পৌঁছে দেওয়া ছিল অসাধারণ কৃতিত্ব। সূর্যের মতে, বিশ্বকাপে দল অনেক কিছুই ইতিমধ্যে সঠিকভাবে করেছে, কিন্তু প্রতিটি ম্যাচ থেকেই শেখার থাকে। জয় পেলেও ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ জরুরি।

ভারতের বোলিং বিভাগ নিয়েও আশাবাদী অধিনায়ক। তাঁর কথায়, একাধিক মানসম্মত বোলার থাকা দলের জন্য ‘সুস্থ মাথাব্যথা’। পিচ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বোলিং সংমিশ্রণ বদলানো যায়, যা বড় টুর্নামেন্টে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূর্য স্পষ্ট করে দেন, দলের প্রায় সব ব্যাটারই কোনও না কোনও ম্যাচে অবদান রাখছেন। কারও দিন ভালো যাচ্ছে, কারও যাচ্ছে না-তবে লক্ষ্য একটাই, দলগত সাফল্য। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার শিবম দুবেও স্বীকার করেছেন, পিচ সহজ ছিল না। তাঁর মতে, কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে তিনি উপভোগ করেন। মাঝেমধ্যে চাপেও পড়তে হয়েছে, বিশেষ করে প্রতিপক্ষের অফস্পিনার টানা চারটি ডট বল করায়। তবুও তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে পরের দিকে বড় শট খেলে রান তোলা সম্ভব হবে।

শিবম আরও জানিয়েছেন, নিজের ব্যাটিংয়ে উন্নতির জায়গা রয়েছে। বিশেষ করে বড় শট খেলার দক্ষতা ও স্ট্রাইক রেট বাড়ানো প্রয়োজন। অধিনায়ক ও কোচ তাঁকে শুরু থেকেই দ্রুত রান তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা এই ম্যাচে পুরোপুরি করতে পারেননি। ভবিষ্যতে সে দিকেই নজর দিতে চান তিনি।

সব মিলিয়ে, জয় এলেও ভারতীয় শিবিরে আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। ওপেনিং ব্যর্থতা, মাঝের ওভারের পরিকল্পনা এবং শেষের আক্রমণ- সব দিকেই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চলছে। বিশ্বকাপের মঞ্চে সাফল্য ধরে রাখতে হলে প্রত্যেক ক্রিকেটারেরই নিজের দায়িত্ব বুঝে এগোতে হবে-এই বার্তাই দিলেন সূর্যকুমার যাদব।

৫ ম্যাচে ৭৫ গোলের লজ্জা, লিগ থেকে দল তুলে নিল মহামেডান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাঁচ ম্যাচে ৭৫ গোল। এক অন্যন্য লজ্জার রেকর্ড মহামেডানের। এআইএফএফ সাব জুনিয়র লিগে গোল খাওয়ার নজির গড়ল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শেষমেশ লিগ থেকে দল তুলে নিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। মোহনবাগানের কাছে ২৩ গোল এবং ইস্টবেঙ্গলের কাছেও ১৪ গোল খেয়েছে মহামেডানের জুনিয়ররা। বাকি বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টগুলিতেও আশানুরূপ ফল করতে পারছে মহামেডান। অবশেষে ফেডারেশনকে মহামেডান ক্লাবের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা আর খেলবে না এই টুর্নামেন্টে। বুধবার বাকি দলগুলোর কাছে ই-মেল পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ফেডারেশন যে, এই মরশুমে সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতা থেকে দল তুলে নিয়েছে মহামেডান। পাঁচ ম্যাচে একটিও পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি তারা। ফলে লিগ তালিকায় একেবারে শেষে রয়েছে সাদা-কালো ব্রিগেড। সর্বভারতীয় স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে মহামেডানের মতো ঐতিহ্যশালী ক্লাবের দল তুলে নেওয়া সত্যিই লজ্জার।

ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে খুদে সমর্থকের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইএসএলে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে যুবভারতীর প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডে অনুশীলন সারছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচ জয়ের পর গোটা দলে এখন ইতিবাচক মনোভাব। বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে দেখা গেল এক সুন্দর দৃশ্য। খুদে লাল-হলুদ সমর্থক রিদীপ চ্যাটার্জি তার জন্মদিনের কেক কাটল ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে। পরীক্ষা সেরে নিজের জন্মদিন কাটাল ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে। বেশ কিছুদিন আগে আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় মাথা ফেটে গিয়েছিল রিদীপের। সেই সময় কাটিয়ে ছোট্ট রিদীপ আবারও মাঠে ফিরেছে প্রিয় দলের সমর্থনে। শুধু সমর্থনই নয় রিদীপ ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল স্কুলের শিক্ষার্থী। এদিন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজোর হাত থেকে জার্সি উপহার পেল রিদীপ। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার ইউসেফ এজ্জেজ্জারি তাকে গোলের প্রতিশ্রুতি দিলেন। রিদীপকে ইউসেফের প্রশ্ন, ক্ষ্মজন্মদিনের উপহার হিসেবে কটা গোল চাই?ক্ষ্ম ছোট্ট রিদীপ জন্মদিনে একরাশ খুশি নিয়ে বাড়ি ফিরল।

আমদাবাদের অভিজ্ঞতাই প্রধান ভরসা

ভারতের বিরুদ্ধে পরিকল্পনায় প্রোটিয়া পেসার করবিন বশ

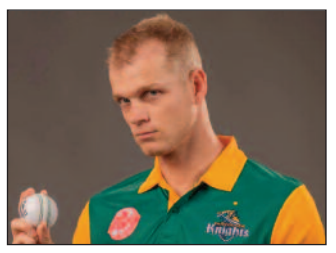

নয়াদিল্লি: শনিবার সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামতে চলেছে ভারত। ম্যাচটি হবে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম,এ, যে মাঠ প্রোটিয়াদের কাছে বেশ পরিচিত। সেই পরিচিতির সুবিধাকেই বড় অস্ত্র হিসেবে দেখছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার করবিন বশ। তাঁর মতে, অহমদাবাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকায় প্রোটিয়ারা কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে। বশ জানিয়েছেন, এই মাঠে একাধিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, অহমদাবাদে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পেরে তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছেন। উইকেটের চরিত্র, বাউন্স, আবহাওয়া- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই ভারতের বিরুদ্ধে কৌশল সাজানো হবে। বিশেষ করে ভারতের ব্যাটারদের জন্য আলাদা করে পরিকল্পনা করা হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তবে ভারতীয় দলে নির্দিষ্ট কোনও ক্রিকেটারকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে চাননি বশ। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-এর নেতৃত্বে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপ অত্যন্ত আক্রমণাত্মক;এ কথা স্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর মতে, ভারতের প্রত্যেক ব্যাটারেরই ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রয়েছে। তাই কাউকে আলাদা করে টার্গেট না করে গোটা ব্যাটিং ইউনিটকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা হবে। বশ স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতের বিরুদ্ধে সাফল্য পেতে হলে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার পেস আক্রমণ এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বলে মনে করা হচ্ছে। কাগিসো রাবাডা, লুনগি এনগিডি এবং মার্কো জানসেন,এর মতো বিশ্বমানের বোলারদের সঙ্গে চতুর্থ পেসার হিসেবে খেলছেন বশ। এই তারকাদের পাশে খেলতে পারাকে তিনি বড় সম্মান বলে মনে করেন। একই সঙ্গে এটাকে দায়িত্বও বলছেন। তাঁর কথায়, এমন মানের বোলিং বিভাগে থাকলে ব্যক্তিগত চাপ অনেকটাই কমে যায়, কারণ প্রত্যেকেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

আমিরশাহির বিরুদ্ধে তিন উইকেট নিয়ে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বশ। সেই পারফরম্যান্স তাঁর আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়েছে। তিনি মনে করেন, অভিজ্ঞ পেসারদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা, পরিকল্পনা এবং ম্যাচ পরিস্থিতি বোঝার মাধ্যমে নিজের বোলিংয়েও উন্নতি এসেছে। এখন তিনি আরও স্বাধীনভাবে বল করতে পারছেন, যা তাঁর পারফরম্যান্সে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বশের বক্তব্যে স্পষ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা কোনও একক তারকার উপর নির্ভর না করে দলগত শক্তির উপরই ভরসা করছে। বোলিং ইউনিট হিসেবে একসঙ্গে কাজ করাই তাঁদের মূল মন্ত্র। ভারতের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাঁরা প্রস্তুত। মাঠের অভিজ্ঞতা ও দলগত সমন্বয়- এই দুই অস্ত্র নিয়েই শনিবারের মহারণে নামবে প্রোটিয়ারা।

নিয়মরক্ষার ম্যাচও জিতে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেন মানেন্তি শেষদিকে লড়াই চালালেও দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিতে পারেননি। ১৮ ওভারে ১২৩ রানে অলআউট হয়ে যায় ইতালি। ফলে ম্যাচটি ৪২ রানে জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৬৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইতালির শুরুটাও ভালো হয়নি। শুরুটা ভালো হয়নি ক্যারিবিয়ানদেরও। দ্বিতীয় ওভারেই ৪ রান করে ফিরে যান ব্র্যান্ডন কিং। পাওয়ারপ্লের মধ্যে দল ৩১/২ হয়ে যায়। শিমরন হেটমায়ারও মাত্র ১ রান করে আউট হন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরেন অধিনায়ক শাই হোপ। দায়িত্বশীল এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের মিশেলে তিনি ৪৬ বলে ৭৫ রানের চমৎকার ইনিংস খেলেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৬টি চার ও ৪টি ছক্কা। ইনিংসের মাঝের দিকে রোস্টন চেজ, শেরফেন রাদারফোর্ড এবং ম্যাথিউ ফোর্ড দ্রুতগতির ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। তাদের অবদানে নির্ধারিত ২০ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ উইকেটে ১৬৫ রান তোলে, যা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্কোর বলেই মনে হচ্ছিল। এই জয়ের ফলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুপার এইটে পা রাখল ক্যারিবিয়ানরা। সুপার এইটের গ্রুপ ১-এ তাদের সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও ভারত। ভারত ইতিমধ্যেই ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স করছে, ফলে সেমিফাইনালে ওঠার দৌড় জমে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফের উপমহাদেশে চ্যাম্পিয়ন হতে এগিয়ে চলেছে।